রাঁচি, বুধবার
11:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>011 >>23 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০১১ >><<২৩শে, আশ্বিণ ১৪৩০>>

হামাসের সাথে সংঘর্ষের কারণে ইসরাইলে বিমানের ফ্লাইট স্থগিত

তেল আবিব : হামাসের ব্যাপক হামলার পর ইসরাইল যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে প্রধান এয়ারলাইন্সগুলো ইসরাইলের ভেতরে এবং বাইরে ফ্লাইট স্থগিত করেছে। ইসরাইল গাজায় এক হাজারের বেশি স্থাপনায় আঘাত করেছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা জেরুজালেম এবং তেল আবিবে রকেট নিক্ষেপ করেছে। অনলাইনে পোস্ট করা ভিডিওতে বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি টার্মিনালে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। বিমানবন্দরের অনলাইন ফ্লাইট বোর্ড অনুসারে, তেল আবিবের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আগমন এবং প্রস্থানকারী ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছে। আমেরিকান এয়ারলাইন্স, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স এবং ডেল্টা এয়ার লাইন্স পরিষেবা স্থগিত করেছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক সন্ত্রাসবাদ এবং অস্থিতিশীল অবস্থার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে এই অঞ্চলে ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। সহিংসতার কারণে ইউরোপ এবং এশিয়ার এয়ারলাইন্সগুলো তাদের ফ্লাইট স্থগিত করেছে। তারা যাত্রীদের রিফান্ড অফার করছে এবং রিবুকিং ফি মওকুফ করছে। এয়ার ফ্রান্স বলেছে, তারা ফরাসি এবং ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত তেল আবিবের পরিষেবা স্থগিত করেছে।

বাজার দর

SENSEX : 66079.36 +566.37
NIFTY : 19689.86 +177.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .26 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .43 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

হামাস এবং ইসরাইলের যুদ্ধে প্রায় ১,২০০ নিহত

ইসরাইল : সোমবার ইসরাইল বলেছে, তারা গাজা উপত্যকায় হামাসকে লক্ষ্য করে শত শত বিমান হামলা চালিয়েছে। দক্ষিণ ইসরাইলে এখনো লড়াইরত হামাস জঙ্গিদের উৎখাত করতে ইসরাইলি সেনারা কাজ করছে। সোমবার দুপুর নাগাদ ইসরাইলে নিহতের সংখ্যা ছিল ৭০০ জন। গাজায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। মৃতের সংখ্যা বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দুই পক্ষে হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, নয়জন আমেরিকান নিহত হয়েছে, অনেকে নিখোঁজ। নিহতদের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেপাল, থাইল্যান্ড এবং ইউক্রেনের নাগরিক আছেন বলে জানিয়েছে ঐসব দেশের কর্মকর্তারা। হামাস বলছে, তারা ১০০'র বেশি মানুষকে জিম্মি করেছে। এদের অনেকেই নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ। ইসরাইলি বিমান হামলা গাজায় আবাসন ব্লক, টানেল, হামাসের একটি গোয়েন্দা কেন্দ্র, একটি অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র এবং হামাস কর্মকর্তাদের বাড়িতে আঘাত হেনেছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এতে ৪১৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, শনিবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজার ১ লাখ ২৩ হাজারের বেশি মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। রবিবার ইসরাইল সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এই যুদ্ধে সময় লাগবে। এই যুদ্ধ কঠিন হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ইসরাইল যাতে তার নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করতে পারে এবং জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে সেজন্য যা যা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র কাজ চালিয়ে যাবে। রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের সাথে একটি ফোন কলে আলোচনা করার সময় ইসরাইলের প্রতি তার সমর্থন প্রকাশ করেছেন। পেন্টাগন ইসরাইলকে সাহায্য করার জন্য সরঞ্জাম এবং যুদ্ধাস্ত্র পাঠাচ্ছে। পেন্টাগন নৌবাহিনীর একটি বিমানবাহী রণতরীকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ২০০৭ সালে হামাস গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকে হামাস এবং ইসরাইল চারটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ইসরাইল এই অঞ্চলের চারপাশে অবরোধ বজায় রেখেছে। নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছেন, ইসরাইল গাজার বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ লাইন কেটে দেবে।

মিয়ানমারের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবল বন্যায় বাস্তুহারা ১০ হাজারের বেশি মানুষ

নেপিদো : মিয়ানমারের দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিতে বন্যার ফলে ১০ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুহারা। রেলপথ যোগাযোগও ব্যাহত হয়েছে। এই রেলপথ দেশের বড় শহরগুলির মধ্যে যোগসূত্র। কর্মকর্তারা ও সরকারি মিডিয়া সোমবার এমনটাই জানিয়েছে।
সমাজকল্যাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত মন্ত্রকের সিনিয়র কর্মকর্তা লে শুই জিন ও বলেন, গত সপ্তাহে বাগো অঞ্চলে একটানা বৃষ্টি হয় এবং এর ফলে এই অঞ্চলের রাজধানী বাগো টাউনশিপের নিচু এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে, ১০ হাজারের বেশি মানুষকে তাঁদের বাড়ি ছাড়তে হয়েছে।
মিয়ানমারের আবহাওয়া দফতর রবিবার জানিয়েছে, বাগো টাউনশিপে ৭.৮৭ ইঞ্চি (২০০ মিলিমিটার) বৃষ্টিপাত হয়েছে। ৫৯ বছরে এটাই সর্বোচ্চ। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল।
বাগোর জরুরিকালীন উদ্ধার দলের এক কর্তা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, নিচু এলাকায় অন্তত ৭-৮ ফুট (২.৪৪ মিটার) ও শহরের কেন্দ্রস্থলে ৩-৪ ফুট জল জমে রয়েছে।
মিজিমা থুখা চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান থ্যাট জিন মাউং সোমবার ফোনে বলেন, প্রায় গোটা শহরটাই প্লাবিত হয়ে গেছে। এ বছর শহরে এই নিয়ে এটা তৃতীয় বন্যা। তবে, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এটা সবচেয়ে মারাত্মক। এই শহরের সমস্ত মঠই ত্রাণ শিবির খুলেছে। দাতব্য সংগঠনগুলি যতখানি পারছে নিচু এলাকা থেকে মানুষদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চীনকে ইসরাইলের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে দেশটি

বেইজিং : রবিবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক ইসরাইলে হামাস জঙ্গিদের হঠকারি আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার অবস্থানের প্রতিধ্বনি করে সকল পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র জানিয়েছে, ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের মধ্যকার বিদ্যমান উত্তেজনা এবং সহিংসতা বৃদ্ধির কারণে চীন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে শান্ত থাকতে, সংযম অবলম্বন করতে এবং বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করতে ও পরিস্থিতির আরও অবনতি এড়াতে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি। বেইজিংএ ইসরাইলি দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা রবিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সএ লিখেছেন, ইসরাইল আশা করে, চীন হামাসের হামলার কঠোর নিন্দা জানাবে। চীন গাজার হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করে না তবে এটিকে একটি প্রতিরোধ সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে। চীনে ইসরাইলের দূতাবাসও বেইজিংকে ইসরাইলের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। ১৯৯২ সালে উভয় দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে চীন এবং ইসরাইলের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক তিন দশকের বেশি সময় ধরে বিদ্যমান রয়েছে। তবে তাদের মধ্যকার রাজনৈতিক মতবিরোধ রয়ে গেছে। মতবিরোধের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, ফিলিস্তিন সংক্রান্ত ইস্যুতে মতভেদ, ইরানের মতো ইসরাইলের প্রতিপক্ষের সাথে চীনের সম্পর্ক এবং চীনের নির্দিষ্ট প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিষয়ে ইসরাইলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ। যুক্তরাষ্ট্রের জার্মান মার্শাল ফান্ডের ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বনি গ্লেসারের মতে, চীন ইসরাইল এবং ফিলিস্তিন উভয়ের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছে, তাই চীনের নির্দিষ্ট কোন পক্ষ নেয়ার সম্ভাবনা কম। শনিবার এক বিবৃতিতে তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, তারা ইসরাইলের বেসামরিক নাগরিকের ওপর হামাসের সন্ত্রাসী এবং সহিংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। এই হামলায় অনেক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

ইরানের বিমান হুমকির পর হামবুর্গ বিমানবন্দরে আবার স্বাভাবিক হয়েছে বিমান চলাচল

হামবুর্গ (এজেন্সী) : জার্মানির হামবুর্গ বিমানবন্দরে বিমান চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়েছে। এক মুখপাত্র সোমবার রয়টার্সকে এমনটাই জানিয়েছেন। তেহরান থেকে একটি বিমানের বিরুদ্ধে হুমকি আসার পর সমস্ত বিমানের অবতরণ ও উড়ান দ্রুত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই হুমকির প্রতিক্রিয়ায় একপ্রস্থ পুলিশি অভিযান চালানো হয়।
ফেডারেল পুলিশের এক মুখপাত্র আগে বলেছিলেন, ইমেইল মারফত হামলার হুমকি দেওয়া হয়। কর্মকর্তারা তেহরান থেকে আসা ১৯৮ জন যাত্রীবাহী একটি বিমানে তল্লাশি চালান। এই বিমানটি উত্তর জার্মানির ঐ শহরে অবতরণ করেছিল।
জার্মানির বিমান বাহিনী তাদের এক্স হ্যান্ডেলে জানায়, বোমা হুমকির কারণে বিমানটি বার্লিনের পূর্বদিকে জার্মানির আকাশসীমায় প্রবেশ করার পর একে ঘিরে ফেলা হয়।
পুলিশের মুখপাত্র রয়টার্সকে জানিয়েছেন, পুলিশ যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যখন কোনও হুমকি গুরুতর হিসেবে চিহ্নিত হয় তখন এমনটাই করা হয়ে থাকে।
এই মুখপাত্র আরও বলেন, বিমানবন্দরের দমকল বাহিনী যেহেতু এই অনুসন্ধানে যুক্ত ছিল তাই সে সময় কোনও রকম উড়ান বা অবতরণ সম্ভব ছিল না।
হামবুর্গে জার্মান ও ফরাসি সরকারের এক বিশেষ বৈঠকের প্রথম দিনেই এই খবর আসে। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজ ও প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

ঘোষণা বরপেটাকে হিন্দু বিধানসভা কেন্দ্র বলে আখ্যা দিয়ে সেখানে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে ঘোষণা এআইইউডিএফ এর সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার রাজনৈতিক জ্ঞান নেই

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনি আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছেন এআইইউডিএফ এর সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তবে প্রতিবারের মতন এবারও তার নানা বক্তব্যের ফলে সারা রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রকে হিন্দু বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। যেহেতু বরপেটা কেন্দ্রটি হিন্দু কেন্দ্র ফলে এখান থেকে তিনি কিংবা তার দল প্রতিদ্বন্দিতা করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার রাজনৈতিক জ্ঞান নেই বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।
মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেছেন রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বরপেটা কেন্দ্রটি হিন্দু কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ফলে এই কেন্দ্র থেকে এআইইউডিএফ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। কারণ যেহেতু বরপেটা কেন্দ্র হিন্দু কেন্দ্র হয়ে গেছে ফলে এখান থেকে জয়লাভ করার জন্য কোনো জনগোষ্ঠী প্রার্থী প্রক্ষেপ করতে হবে। এটা করলে প্রচার মাধ্যম বলবে তার দল বিজেপিকে সমর্থন করছে। এর ফলে বরপেটা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।
এদিকে লোকসভা নির্বাচনের জন্য মিত্রতা সংক্রান্তে এআইইউডিএফ এর সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ নির্বাচনের ঠিক আগে ইন্ডিয়া মিত্র জোট এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করতে বাধ্য হয়ে যাবে। এটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ স্বার্থের জন্য পূর্বে ঘোষণা করা অনুযায়ী অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ত্যাগ করতে হবে ভুপেন বরকে। তাছাড়া কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার রাজনৈতিক জ্ঞান শূন্য। ফলে এই শূন্য রাজনৈতিক জ্ঞানের মাধ্যমে অসম থেকে কংগ্রেসকে শূন্য করে বিদায় দেবেন ভূপেন বরা এই মন্তব্য করেছেন তিনি।
সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল কংগ্রেসের চরে চরে যাত্রা সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন কংগ্রেস চরে চরে, জঙ্গলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পাহাড়ে যাবে বলে ঘোষণা করেছে। এই ধরনের কথা যখন কেউ নিরাশ হয় তখনই বলে। কংগ্রেস দলটি সম্পূর্ণভাবে নিরাশ দল। এই দলের প্রতি সাধারণ জনতার কোনো আস্থা নেই। কংগ্রেসের কোনো নেতা চরে চরে যাবেন সেটা অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা। কারণ কংগ্রেসের চরে চরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নৈতিক অধিকার নেই বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এআইইউডিএফ এর সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ নগাঁও কেন্দ্র দখল করবে বলে ফের একবার উল্লেখ করেছেন তিনি।

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

লোকসভা নির্বাচনের আগে নতুন শক্তি পেল তৃণমূল, ঘাসফুল পতাকা হাতে বিভিন্ন দলের কর্মীরা

শিলিগুড়ি ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে শক্তিশালী করার কাজ শুরু করেছে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি শিবম প্যালেস এ দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হলো বিশাল যোগদান পর্ব । শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস থেকে বিপুল সংখ্যক মহিলা-পুরুষ সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপিয়া ঘোষ সহ গৌতম দেব, প্রতুল চক্রবর্তী এবং শিলিগুড়ির সমস্ত তৃণমূল নেতারা। পাপিয়া ঘোষসহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তৃণমূলে নতুনদের স্বাগত জানান।

বিশ্ব পর্যটন দিবসে এই ক্ষেত্রে আরও ভালো কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্মানিত করা হয়

শিলিগুড়ি ঃ বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজিত হল একটি অনুষ্ঠান। বুধবার শিলিগুড়ির মৈনক টুরিস্ট লজে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় যেখানে পর্যটনের ক্ষেত্রে যারা ভালো কাজ করেছে এবং রাজ্য পর্যটন দপ্তরের থেকে টুরিস্ট গাইড হিসেবে যারা অনুমোদন পেয়েছে এবং ভালো কাজ করে এসেছে তাদের এদিন সংবর্ধিত করা হয়। এর পাশাপাশি পর্যটনের প্রসার এবং প্রচারের আরো কিভাবে কাজ করা যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্সটন সংস্থার সদস্যরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখী হয়ে পর্যটন দপ্তরের জয়েঃট ডিরেক্টর জ্যোতি ঘোষ বলেন, উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাতে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এর পাশাপাশি সকলে যাতে আরো ভালোভাবে কাজ করে তাদের উৎসাহ জাগাতে তাদের সংবর্ধিত করা হয়। তিনি আরো জানান বর্তমানে হোম স্টের সংখ্যা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস’ উপলক্ষে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য টয়ট্রেনে স্টিম ইঞ্জিন এর মাধ্যমে জয় রাইডের ব্যবস্থা করলো হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক

শিলিগুড়ি ঃ বিশ্ব পর্যটন দিবস’ উপলক্ষে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য টয়ট্রেনে স্টিম ইঞ্জিন এর মাধ্যমে জয় রাইডের ব্যবস্থা করলো হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক।

বুধবার শিলিগুড়ির জংশন স্টেশন থেকে শুকনা স্টেশন পর্যন্ত জয় রাইডের ব্যবস্থা করা হয়।জয় রাইডের আগে এদিন একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে এই সংগঠন।শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এসে শেষ হয়।উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, সংগঠনের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল, চিফ এডভাইজার রাজ বসু সহ অন্যান্যরা।

শোভাযাত্রা শেষে জংশন স্টেশন থেকেই টয় ট্রেনে জয় রাইডে নিয়ে যাওয়া হয় পড়ুয়াদের।পাশাপাশি শুকনা স্টেশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

পর্যটন দিবসের দিন ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ দিতে এবং স্টিম ইঞ্জিনের মাধ্যমে টয়ট্রেন চড়ার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরের পঞ্চায়েত প্রধান খুনের ঘটনায় বিহার থেকে গ্রেফতার ভরের শুটার

উত্তর দিনাজপুর ঃ দুস্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারান গোয়ালপোখর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহি। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আগেই গ্রেপ্তার করেছিল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে। এবার ঘটনায় এবার এক ভাড়াটে খুনি সহ আরও মোট দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে সমস্ত তথ্য জানান ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং। এই ঘটনায় নাম জড়িয়ে আরও এক তৃণমূল নেতার। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড বলে দাবি পুলিশের।জানা গিয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহি হত্যাকাণ্ডে একজন শুটার সহ আরও মোট দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি ও তিন রাউন্ড গুলি। ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং জানিয়েছেন, বিহারের ভোজপুর জেলার আরা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হয় মহম্মদ আলী নামে এক ভাড়াটে শুটার। এই মহম্মদ আলীই গুলি চালিয়ে প্রধানকে হত্যা করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনা ঘটিয়ে দুষ্কৃতীরা পালানোর জন্য একটি বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করেছিল। দেবেন্দ্র পাসওয়ান নামে ওই গাড়ি চালককে কিশনগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করে গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে তৃণমূল নেতা মুস্তাফার নাম উঠে এসেছে।উল্লেখ্য, গত বুধবার গোয়ালপোখর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহি মোটর সাইকেলে করে পঞ্চায়েত দপ্তরে আসছিলেন। সেই সময় দুস্কৃতীরা তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালায়। কিন্তু কে বা কারা গুলি চালিয়েছে তা জানা যায়নি। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে কিশনগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়।পরে মৃত্যু হয় রাহির। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে।

এইচডিএফসি’র ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো

মালদা ঃ বুধবার এইচডিএফসি’র ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। এদিন দুপুরে মালদা কলেজ প্রাঙ্গণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ থেকে প্রায় ২৫ টি চারা গাছ লাগিয়ে ট্রি প্লান্টেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।সংশ্লিষ্ট সংস্থার মালদা শাখার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন , এদিন মালদা কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অধ্যাপকদের অনুমতি নিয়ে এই কলেজে ২৫টি নিম গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনে তাদের এই ধরনের সামাজিক গঠনমূলক কাজকর্ম অব্যাহত থাকবে।

বাড়ির উঠানে হঠাৎ গজরাজের আগমন

জলপাইগুড়ি ঃবাড়িতে হঠাৎ বিশাল আকারের হাতি এসে উপস্থিত। প্রথমে এতো বড় জল জ্যান্ত হাতি দেখে চক্ষুস্থির হয়েছেন বাড়ির সকলে। না এই হাতি জঙ্গলের সেই দাঁতাল হাতি নয় । এটা এসেছে সুদূর মেদিনীপুর থেকে ধুপগুড়িতে। মঙ্গলবার ধুপগুড়ির গাদং এক এবং সাঁকোয়াঝোড়া দুই এর বিভিন্ন এলাকায় হাতিটিকে ঘুরতে দেখা যায়।হাতের নাগালের মধ্যে গনেশ বাবাকে দেখে অনেকে ভক্তি ভরে খাইতে দিল কলাগাছ চাল ভুট্টা চিড়া। এনে দিল জল। অনেকে বুকে ভয় ভয় নিয়ে হাতির গায়ে হাত বুলালেন।

মালদা শহরের গৌড়রোড পেট্রোল পাম্প এলাকার একটি স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ উঠেছে

মালদা ঃ মালদা শহরের গৌড়রোড পেট্রোল পাম্প এলাকার একটি স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। আর সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ আয়ুর্বেদিকের জুস খেয়ে রীতিমতো তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। অথচ কিভাবে গৌড় ষরোড পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন ওই স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত আয়ুর্বেদিক জুস বিক্রি করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ জানালেও বিভিন্ন দপ্তর একে অপরের বিরুদ্ধে দায়িত্বের কথা বলেই দায় সেরেছেন। শহরের গৌড়রোড সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের পাশেই ওই নামিদামি স্টোর থেকে এভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত জুস বিক্রি হলেও ক্রেতারা স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো রকম সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। পুরো বিষয়টি জানার পর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা.সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলেন, এটা তদারকি করার দায়িত্ব খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের । তবুও বিষয়টি শোনার পর প্রাথমিক পর্যায়ে একবার স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম ওই দোকানে পাঠানো হবে। জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যদি কোথাও বিক্রি হয়, তা তদরকি করে দেখার দায়িত্ব স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনস্থ ফুট সেফটি অফিসারের। এখানে খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের কোন ভূমিকা নেই। জেলা ফুড সেফটি অফিসার প্রশান্ত বৈদিক জানিয়েছেন, নির্দিষ্টভাবে জেলাশাসক অথবা অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রির বিষয়ে অভিযোগ জমা হয়, তার ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অভিযান চালানো সম্ভব। আবার প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই ধরনের মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রি হলে ডিস্ট্রিক এনফোর্সমেঃট ব্রাঞ্চ (ডিইবি) অভিযান চালাতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? কারণ এক্ষেত্রে ইংরেজবাজার পুরসভাও অভিযান চালিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে বলেও প্রশাসন সূত্রে থেকেও জানা গিয়েছে। এদিকে মালদা শহরের গৌড়রোড এলাকার জনৈক বাসিন্দা রণি দাস জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গৌড়রোড পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন একটি স্টোর থেকে আয়ুর্বেদিক জুস কেনা হয়েছিল। সেই জুসের দাম ৩০০ টাকারও বেশি। বাড়িতে নিয়ে আসার পর কিছু না দেখেই আমি এবং আমার বাচ্চা খেয়ে ফেলি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনেরই বমি হতে শুরু করে। তারপরে দেখি যে আয়ুর্বেদিক জুস কেনা হয়েছে তা মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং এক বছরের পুরনো। এই বিষয়টি নিয়ে ওই স্টোরে গেলে পরপর একইভাবে আরো বেশ কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ আয়ুর্বেদিক জুস দোকানে সাজানো অবস্থায় রাখতে দেখা যায়। আমাদের কাছে বিল থাকার কারণে বিভিন্ন দপ্তরে ফোন করে অভিযোগ জানালেও কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। একই অভিযোগ এলাকার আরো বেশ কয়েকজন বাসিন্দাদের। তাঁদের বক্তব্য, যিনি ওই স্টোরে মালিক তিনি আবার প্রোমোটার এবং হোটেল মালিকও বটে । প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ার কারণেই প্রশাসন অভিযোগের কথা শুনতে চাইছে না। যদিও গৌড়রোড এলাকার ওই স্টোরে মালিকের সঙ্গে একাধিকবার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেন নি । তবে ওই স্টোরের এক মহিলা ম্যানেজার মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী রাখার ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন। যদিও এ ব্যাপারে মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, নির্দিষ্টভাবে কোন অভিযোগ হাতে পেলেই প্রয়োজেনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও নেই ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ১ ব্লকের বড়কলা গ্রাম, গ্রামবাসীদের দাবি, পানীয় জল, রাস্তাঘাট ও আবাস যোজনার বাড়ি কিছুই হয়নি

কলকাতা ঃ তৃণমূলের দাবি, সারা রাজ্যে উন্নয়নের বন্যা বইছে। কিন্তু রাজ্যের এমনও কিছু জায়গা আছে যেখানে আজও থমকে আছে উন্নয়ন। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ১ ব্লকের বড়কলা গ্রাম এমনই একটা জায়গা। এখানে উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও নেই। গ্রামবাসীদের দাবি, পানীয় জল, রাস্তাঘাট ও আবাস যোজনার বাড়ি কিছুই হয়নি বড়কলা গ্রামে। গ্রামবাসীদের দাবি, বিগত বাম আমল থেকেই এখানে কোনও উন্নয়ন হয়নি। পরে, তৃণমূলের সরকার এলেও কিছু হয়নি। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে বড়কলা গ্রামে তৃণমূল প্রার্থী হেরেছেন, জয়ী হয়েছেন সিপিএম প্রার্থী। গ্রামবাসীদের প্রত্যাশা, এবার তাঁদের বাড়ি হবে, রাস্তাঘাট হবে। বিনপুর ১ ব্লকের বড়কলা গ্রামের কেউই আবাস যোজনার বাড়ি পাননি বলে দাবি। বিগত ১৫-১৬ বছর ধরে পঞ্চায়েত, বিডিও বা তৃণমূলের নেতাদের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কোনও ফল হয়নি। ফলে ফুটিফাটা মাটির ঘরেই থাকতে হয় বেশিরভাগ গ্রামবাসীদের। এই নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ জমেছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো সাইকেল আরোহী। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চার চাকার ছোট গাড়ি নয়নজলিতে পড়ে যায় ।ঘটনার স্থানে দমকল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। আহত চালককে হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল কর্মীরা

জলপাইগুড়ি ঃ সাতসকালে প্রাণে বাচলো এক চালক থেকে পথচারী। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি খরিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত চেকপোস্ট এলাকার। বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া চেকপোস্ট এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজলিতে পড়ে যায়। এরপর এলাকার বাসিন্দারা সেই চালককে দড়ি দিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বের করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল ও পুলিশ বাহিনী। এরপর পুলিশ ক্রেন এনে গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায় ।জানা গেছে এদিন সকাল নাগাদ জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি যাবার পথে চেকপোস্ট এলাকায় একটি লাল রঙের অলটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিতে পড়ে যায় ।এরপর সেই গাড়িটির ভিতরে ছিল একজন চালক তাকে কোন মতে দড়ি দিয়ে বের করে এলাকার বাসিন্দারা।এই ঘটনায় চালকের হাতে পায়ে ছাড়া তেমন ভাবে কিছু লাগেনি এমনটাই জানা গেছে।

সাত সকালে শহর লাগলো চা বাগানে দেখা মিললো একঝাঁক ময়ূরের

জলপাইগুড়ি ঃ গত বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তরে চলছে অবিরাম বৃষ্টি। চা চাষীদের জন্য নিঃসন্দেহে আনন্দের।সবুজ চা পাতায় ছেয়ে গেছে গোটা বাগান। তবে এদিন সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি থাকলেও মাঝেমধ্যে রোদের ঝলকানির দেখা মেলে। মেঘ সরে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে চাগাছের পাতা।এরই মধ্যে এক বিরল দৃশ্য দেখা গেল! যে দৃশ্য মনে অকালেই বসন্তের আমেজ জাগিয়ে তোলে। সাত সকালে এমন মন ভালো করা সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া ডেঙ্গুয়াঝাড় চাবাগানে।ডেঙ্গুয়াঝাড় চাবাগানে মেঘ সরে কিছুটা আলো পড়েছে সবুজ ঘাস আর চা পাতার উপর। তাতেই দেখা গেল পেখম তুলে বসে রয়েছে এক ঝাঁক ময়ূর।হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর হালকা হিমেল হাওয়া বসন্ত না এলেও বসন্তের ছোঁয়া দিয়ে যায়। এমন মনমুগ্ধ করা সবুজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মন প্রাণ ভরে উঠতে বাধ্য। এমন বিরল দৃশ্য দেখতে রীতিমতো ভীড় পড়ে যায় ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে।অনেকেই সেই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করেও রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়,হালকা বৃষ্টি হলেই মূয়ুরের দল চলে আসে বাগানের রাস্তায়। পেখম তুলে নাচে। এমন অপরূপ দৃশ্য দেখতে কার না ভালো লাগে। অন্যদিকে, বাগান সূত্রে জানা যায়, বহু দিন ধরে একদল মূয়রের প্রায়সই দেখা মেলে এই বাগানে। আর এই মূয়রদের ভালোবেসে দেখভাল করে রাখেন বাগানের শ্রমিক ও পাশ্ববর্তী এলাকার সাধারণ মানুষেরা।মূয়র ডিম দিলে সেই ডিমগুলোকে যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণও করেন তারা। ময়ূরের এই সুন্দর দৃশ্য শ্রমিকদেরকেও খুব আনন্দ দেয়।

শিলিগুড়ি পৌঁছালেন ভারতের মহিলা দলের ক্রিকেটার রিচা ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেট রক্ষক রিচা ঘোষ ঘরে ফিরলেন আজ।এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফিরতে রিচাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।বিমানবন্দরে রিচাকে স্বাগত জানাতে রিচার বাবা সহ অনেকেই বিমানবন্দরে পৌঁছান।ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে শহরে স্বাগত জানানো হয় তাকে।এদিন রিচা জানান, সোনা জিতে ভালো লাগছে। প্রথমবার এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে আরো ভালো লাগছে। ফাইনাল টাফ ছিল। তবে আত্মবিশ্বাস রেখেই ফল হয়েছে। আগামীদিনে ঘরোয়া ক্রিকেটে নজর থাকছে।শিলিগুড়িতে ক্রিকেটের উন্নয়নে আরও কাজ করতে হবে বলে জানায় সে।

বিশ্ব পর্যটন দিবসে জলদাপাড়ায় পর্যটকদের সংবর্ধনা প্রদান

আলিপুরদুয়ার ঃ বিশ্ব পর্যটন দিবস আর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে জলদাপাড়াতে আগত পর্যটকদের সম্বর্ধনা প্রদান করল ডুয়ার্স টুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।এদিন সকালে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রধান গেটের সামনে জলদাপাড়াতে সাফারি ও হাতি সাফারি করতে যাওয়া সমস্ত পর্যটকদের সম্বর্ধনা প্রদান করেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।ডুয়ার্স টুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় দাস জানান পর্যটক ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুমধুর করার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ।

মালদার গাজোলে সারনা ধর্ম কোড আন্দোলন নিয়ে আলোচনা সভা

মালদা ঃ আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে গাজোল ব্লকের কদুবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি এক লজে সারনা ধর্ম কোড আন্দোলন নিয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো। বুধবার এই আলোচনা সভার মাধ্যমে বলা হয় যে, আগামী ৮ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের রাচী চলোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। সারনা ধর্ম কোড জাগরণ মঞ্চে অভিযানকে সামনে রেখে এদিন গাজোল আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানে সকল কর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা সভা করা হয়। এদিনের এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের রাজ্য সভাপতি মোহন হাঁসদা , সংশ্লিষ্ট সংগঠনের গাজোল ব্লকের সভাপতি শ্যামল মুর্মু সহ বিশিষ্ট জনেরা।

মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল যুবক, মারধরের পর পুলিশের হাতে

মালদা ঃ মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোর বিভাগে আবারো চুরি। এক রোগীর মোবাইল ফোন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল যুবক। এরপর মোবাইল চোর সন্দেহে চলল গণধোলাই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনল ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ। জানা যায় মালদার বৈষ্ণবনগর থানার চিনা বাজার এলাকার বাসিন্দা আবদুল্লা মুসলেহুদ্দিন চিকিৎসার জন্য গ্রামের এক অসুস্থ রোগীকে মাল্টা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আউটডোর বিভাগে নিয়ে এসেছিলেন। ছবি তোলার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এক যুবক তার পকেট থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দেয়। বিষয়টি তিনি জানতে পেরেই দৌড়িয়ে গিয়ে ওই যুবককে ধরে ফেলে। অভিযোগ এরপর হাসপাতালের আশা চিকিৎসার জন্য রোগীর অন্যান্য আত্মীয় এবং যুবককে ধরে ফেলে মারধোর শুরু করে। খবরদার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে পুলিশ ওই যুবককে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা করাতে আসা অন্যান্য রোগীরা জানান, সাধারণ গরিব মানুষ এখানে শখে আসেননি, চিকিৎসা করাতে আসছেন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হাতে কিছু টাকা এবং যোগাযোগ রাখার জন্য কেউ মোবাইল নিয়ে আসছেন। কিন্তু আউটডোরে বারবার চুরির ঘটনা করছে তাহলে আমরা যাব কোথায় আমাদের নিরাপত্তা কোথায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টির দিকে নজর দিক বলে দাবি জানিয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। আমেরিকা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে ইতিমধ্যে আউটডোর বিভাগে আগের তুলনায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৬ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, BDO অফিসে পৌঁছলেন কংগ্রেস নেতা

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬ লক্ষ দুর্নীতির অভিযোগে সরব হল ফের জাতীয় কংগ্রেস । বুধবার কালচিনি ব্লক অফিসে এই বিষয়ে ক্ষোভ দেখানো হয় জাতীয় কংগ্রেসের থেকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কংগ্রেস সভানেতৃ সুতপা দত্ত , আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি শান্তনু দেবনাথ সহ জাতীয় কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা।এই বিষয়ে উল্লেখ্য সম্প্রতি কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েত কাজ না করেই ২৬ লক্ষ টাকা বিল করেছে এই অভিযোগে সরব হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস । বুধবার কংগ্রেস নেতৃত্বরা কালচিনি ব্লক অফিসে আসেন এবং এদিন বিডিও উপস্থিত না থাকায় জয়েন্ট বিডিও কাছে তারা জানতে চান। জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানান এর পূর্বে আমরা এই বিষয়ে কালচিনি ব্লক অফিসে লিখিত অভিযোগ করেছি আমাদের সাত দিনের মধ্যে সমস্ত তথ্য দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল ব্লক অফিস থেকে কিন্তু দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও আমারা কোনো সদুত্তর পায়নি। কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানান আমরা শীঘ্র সদুত্তর না পেলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

দোসরা অক্টোবর গান্ধী জন্ম জয়ন্তীতে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে দিল্লি অভিযানে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃ দোসরা অক্টোবর গান্ধী জন্ম জয়ন্তীতে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে দিল্লি অভিযানে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে দিল্লি অভিযানে কোচবিহার থেকে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ অভিযোগ পত্র নিয়ে দিল্লি অভিযানে যাচ্ছে তৃণমূলের নেতৃত্বরা। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব, ৫০ সমিতির সদস্য, বিধায়ক সহ একশ দিনের কাজের জব কার্ড হোল্ডাররাও এই অভিযানে অংশগ্রহণ করছে। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে চার লক্ষ অভিযোগপত্র পাঠানো হয়েছে আর ও প্রায় লক্ষাধিক অভিযোগ পত্র নিয়ে তারা দিল্লি রওনা দেবেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতির জন্য স্পেশাল অপারেশন চালানো হচ্ছে কলকাতার অলিগলিতে

কলকাতা ঃ গত কয়েকদিন ধরেই কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতির জন্য স্পেশাল অপারেশন চালানো হচ্ছে কলকাতার অলিগলিতে। কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ তিনি নিজে ডেঙ্গু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন কলকাতার অলি গলির বিভিন্ন জায়গায়। এবার কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য টালিগঞ্জের সেঃট্রাল গভর্নমেঃট কোয়ার্টার বা ক্টগুচ্চক্ত কোয়াটাররে বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করলেন কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ সহ কলকাতা পৌর নিগমের একটি বিশেষ টিম। যেখানে পৌর সংস্থার ডেপুটি মেয়র অতীন কোষ তিনি নিজে মাইকিং করে মানুষজনকে সচেতন করেন। চলে ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি। সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টের এই কোয়াটার বা CPWD কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে জানান কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদেশ ভ্রমণ বা অন্যায় স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্ঘাটন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের কাজের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেন বাতিল ও পথ পরিবর্তন

মালিগাঁও(সব্যসাচী দে) ঃ নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের বুরওয়াল-সুন্ধিয়ামাও স্টেশনের মধ্যে প্রি নন ইন্টারলকিং ও নন ইন্টারলকিং কাজ এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক ও সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজের জন্য এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত বামুনিগাঁও ও ধুপধরার মধ্যে ডাবল লাইন চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেকশন দিয়ে পরিচালনা করা কয়েকটি ট্রেনের চলাচল নীচের বিবরণ অনুযায়ী বাতিল ও পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।

ট্রেনের বাতিলকরণ ঃ

১১ ও ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ০৪৬৫৪নং. (অমৃতসর জং.-নিউ জলপাইগুড়ি) কর্মভূমি এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।

. ১৩ ও ২০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ০৪৬৫৩নং. (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর জং.) কর্মভূমি এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।

. ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ০৫৭৩৪নং. (কাটিহার-অমৃতসর জং.) এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।

. ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ০৫৭৩৩নং. (অমৃতসর জং.-কাটিহার) এক্সপ্রেস ও ১৫০৭৮নং. (গোমতি নগর-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

. ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ১৫০৭৭নং. (কামাখ্যা-গোমতি নগর) এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

. ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ১৫৬৫৫নং. (কামাখ্যা-শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা) এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ১৫৬৫৬নং. (শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ও ১২৪০৭নং. (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর জং.) কর্মভূমি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ১২৪০৮নং. (অমৃতসর জং.-নিউ জলপাইগুড়ি) কর্মভূমি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

. ১০ থেকে ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৫৮০৩নং. (নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৫০২০নং. (গুয়াহাটি-মেন্দিপাথার) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৫০১৯নং. (মেন্দিপাথার-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ১৫৬০২নং. (গুয়াহাটি-ধুবড়ি) এক্সপ্রেস, ১৫৭৫৩/১৫৭৫৪নং. (আলিপুরদুয়ার-গুয়াহাটি-আলিপুরদুয়ার) শিফুং এক্সপ্রেস ও ১৫৭৬৯/১৫৭৭০নং. (আলিপুরদুয়ার-লামডিং-আলিপুরদুয়ার) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

১০ থেকে ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৫৮০৪নং. (গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল বাতিল থাকবে।

১১ থেকে ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১৫৬০১নং. (ধুবড়ি-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

. ১১ ও ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ০৫৬০৮নং. (গুয়াহাটি-মেন্দিপাথার) প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে।

১০, ১২ ও ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ০৫৬০৭নং. (মেন্দিপাথার-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে।

. ১১, ১৩ ও ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ১৫৪১৭নং. (আলিপুরদুয়ার-শিলঘাট টাউন) রাজ্যরানি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

১২, ১৪ ও ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ১৫৪১৮নং. (শিলঘাট টাউন-আলিপুরদুয়ার) রাজ্যরানি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৭৫২৩/০৭৫২৪নং. (নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও) ডেমু স্পেশাল বাতিল থাকবে।

রঙিয়া হয়ে ট্রেনের পথ পরিবর্তন

১০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৬২নং. (কামাখ্যা-রাঁচি) এক্সপ্রেস।

. ১০ ও ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৪৬নং. (গুয়াহাটি-হাওড়া) শরাইঘাট এক্সপ্রেস।

১৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৫নং. (কামাখ্যা-শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা) এক্সপ্রেস।

৯ ও ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫০৭৮নং. (গোমতি নগর-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস।

১০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬০১নং. (ধুবড়ি-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস এবং ১৫৬১৯নং. (গয়া-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস।

১০ ও ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৫০৩নং. (এসএমভিবি বাঙ্গালুরু-আগরতলা) হামসফর এক্সপ্রেস।

১১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫৬নং. (শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস।

১৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৪৫নং. (হাওড়া-গুয়াহাটি) শরাইঘাট এক্সপ্রেস।

অযোধ্যা হয়ে ট্রেনের পথ পরিবর্তন

১৩ থেকে ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭০৭নং. (কাটিহার-অমৃতসর জং.) এক্সপ্রেস ট্রেনটি অযোধ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে।

১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭০৮নং. (অমৃতসর জং.-কাটিহার) এক্সপ্রেস ট্রেনটি অযোধ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে।

ইউরেনিয়াম খায় নাকি মাথায় দেয়?

সারফুদ্দিন আহমেদ

'ইউরেনিয়াম কী বস্তু? এই জিনিস খায় নাকি মাথায় দেয়?'

দিনকাল যা পড়েছে, তাতে পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন এলে উত্তরপত্রে ছেলেপেলে লিখে ফেলতেও পারে ঃ ইউরেনিয়াম হলো 'পঞ্চাশ বছর ধরে মাখছি' টাইপের কদুর তেল বিশেষ। এটি খায় না। শিরঃপীড়া আরোগ্যে ও উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করণে বিশেষ কার্যকর বিবেচনায় এটি মাথায় ঢালা হয়ে থাকে।

এই উত্তরকে ভুল সাব্যস্ত করে পরীক্ষক জিরো দিয়ে দিলে পরীক্ষার্থী খাতা চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। সে বলে বসতে পারে, উত্তর সঠিক হয়েছে কোনো ভুল নাই। সাক্ষী হিসেবে সে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে সামনে ঠেলে ধরতে পারে। কারণ বিরোধী নেতাদের ঠান্ডা করতে ওবায়দুল কাদের ধন্বন্তরি কবিরাজের মতো দাওয়াই হিসেবে ইউরেনিয়াম মাথায় ঢালার কায়দা বাতলে দিয়েছেন।

ইউরেনিয়াম যে শুধু গরম মাথার পাগলাদের মাথা ঠান্ডা করা পাগলা মলম না, সেটি যে লম্ফঝম্ফ করে গরম হওয়া লোককে ঠান্ডা করাতে ওস্তাদ, তাও ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'মির্জা আব্বাস লাফায়। লাফালে...যেই লাফাবে ইউরেনিয়াম ঢেলে ঠান্ডা করে দেব। ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করব না। ইউরেনিয়াম মাথায় ঢেলে ঠান্ডা করে দেব।'

গতকাল (৯ অক্টোবর সোমবার) রাজধানীতে একটি সমাবেশে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিরোধী নেতারা রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করতে চেয়েছেন। এই কারণে তিনি তাঁদের মাথায় ইউরেনিয়াম ঢেলে দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ফখরুল, মইনের মাথায় রাশিয়ার ইউরেনিয়াম ঢেলে দেব। সবই (ঢেলে দেব)। দুই চালান আসছে। দুই চালানই আমরা ফখরুলের মাথায়.... কিছু গয়েশ্বরের মাথায়, কিছু আব্বাসের মাথায়, কিছু মইন আহমেদের মাথায়.... ।' এই সময় পাশ থেকে একজন তাঁর কানের কাছে গিয়ে তাঁকে আরেকটা নাম মনে করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, 'রিজভী, রিজভী!'

ওবায়দুল কাদের হাসতে হাসতে তাঁর অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে বলেন, '...ও, হ্যাঁ, রিজভী পাগলার মাথায়ও কিছু ঢেলে দেব।'

ইউরেনিয়াম যে শুধু গরম মাথার পাগলাদের মাথা ঠান্ডা করা পাগলা মলম না, সেটি যে লম্ফঝম্ফ করে গরম হওয়া লোককে ঠান্ডা করাতে ওস্তাদ, তাও ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'মির্জা আব্বাস লাফায়। লাফালে...যেই লাফাবে ইউরেনিয়াম ঢেলে ঠান্ডা করে দেব। ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করব না। ইউরেনিয়াম মাথায় ঢেলে ঠান্ডা করে দেব।'

গতকাল (৯ অক্টোবর সোমবার) রাজধানীতে একটি সমাবেশে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিরোধী নেতারা রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করতে চেয়েছেন।

গতকাল (৯ অক্টোবর সোমবার) রাজধানীতে একটি সমাবেশে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিরোধী নেতারা রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করতে চেয়েছেন।

ওবায়দুল কাদেরের এই কথা নিয়ে ফেসবুকে নানাজনে নানা কথা বলাবলি করছেন। নানা কথা লেখালেখি করছেন। হাসাহাসি করছেন। একজন লিখেছেন, 'এত পয়সা খরচ করে কোন কাজে ইউরেনিয়াম দেশে আমদানি করা হয়েছে, এত দিন পর বুঝলাম'। একজন লিখেছেন, 'এত দিনে বুঝলাম ইউরেনিয়াম কুন কামে লাগে।'

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'পারমাণবিক শক্তি আমরা শান্তির জন্য ব্যবহার করব।'

ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রীর সেই শান্তিবাদী বক্তব্যের গূঢ়ার্থ গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে পারমাণবিক শক্তির জালালি দিকটাই তুলে ধরেছেন। কারণ তাঁর ভাষায় এই ধরনের কথা 'পাবলিক খায়'।

এর আগে গত ৩ অক্টোবর 'তলে তলে আপস' বিষয়ক একটি কালজয়ী বাণী দিয়ে তিনি মাঠঘাট গরম করে ফেলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমেরিকার সঙ্গে তলেতলে আপস হয়ে গেছে। আমেরিকার দিল্লিকে দরকার। দিল্লি আছে, আমরাও আছি।...আর কোনো চিন্তা নেই। যথাসময়ে নির্বাচন হবে।'

পরে সেই বাণী ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, 'জনসভায় যখন বক্তৃতা করব, সেখানে একটু রসকষ লাগে। ওখানে কথাবার্তা তলে তলে আর ভেতরে ভেতরে...ওই তলে তলে কথাটা পাবলিক আবার খায়। খেলা হবে যে বলি, এটা কেন বলি? পাবলিক খায়।'

বাজারে হাঁস-মুরগির ডিমের দাম যখন আমপাবলিকের নাগালের বাইরে, তখন তিনি ঘোড়ার ডিম পাড়া ও বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ানোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খোলাসা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনে ঘোড়াও ডিম পাড়ে। 'পাবলিক খায়' বলেই হয়তো তিনি এই অদৃশ্য অশ্বডিম্ব প্রসবের সঙ্গে বিরোধী দলের যোগসাজশ টেনেছেন।

রাজনীতিতে রেটোরিক বা বাগাড়ম্বর নতুন কিছু না। মাঠ গরম রাখতে এগুলোর চল আছে। 'টুস করে ফেলে দেব', 'ধোলাই খালে চুবানি দেব'-এগুলো পাবলিক খায়। আগেও খেয়েছে। এখনো খাচ্ছে। কিন্তু গিলছে কি?

সেই বালক ডেভিডের সাহস নিয়ে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের ফেরা

মারুফ মল্লিক

হামাস এককথায় অবিশ্বাস্য কাণ্ড করেছে। ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে হামলা করেছে। এত দিন ইসরায়েলকে দুর্ভেদ্য বলেই মনে হতো। এই বিশ্বাসকে একদম গুঁড়িয়ে দিয়েছে হামাস। ইসরায়েলের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে নানা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ২০ মিনিটে ৫ হাজার রকেট নিক্ষেপ করে। অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনী, কার্যকর নজরদারিপ্রযুক্তি এবং চৌকষ ও দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে গাজা সীমান্ত অতিক্রম করে হামাসের শত শত যোদ্ধা। তাঁদের হামলায় নিহত হন নয় শতাধিক ইসরায়েলি। জিম্মি হিসেবে শতাধিক মানুষকে ধরেও নিয়ে গেছে হামাস। তাদের এ হামলায় সারা বিশ্ব হকচকিত ও বিহ্বল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল, এখনো অনেকেই ঠাওর করে উঠতে পারছেন না। ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের ভয়ে আরবের সুবিধাবাদী নেতারা কম্পমান থাকেন। সেই মোসাদ, শিন বেত এখন দিশা খুঁজে পাচ্ছে না ফিলিস্তিনের বেপরোয়া, সাহসী যোদ্ধাদের হামলার মুখে। বেপরোয়া ও অসম্ভব সাহসী না হলে প্যারাগ্লাইডিং করে উড়ে এসে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুখের কথা নয়। গত শনিবার সকালে ফিলিস্তিনের বেপরোয়া যোদ্ধারা সেই কাজই করে দেখালেন। যুদ্ধ ও ভালোবাসায় নাকি কোনো হিসাবনিকাশ করতে নেই। স্থির লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল নিয়ে সাহসের ওপর ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এরপর ভাগ্য সাহসীদের ইতিহাসের পাকা আসনের দিকে নিয়ে যায়। হয় প্রেমিকের আসন, না হয় দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা। ফিলিস্তিনিরা একই সঙ্গে প্রেমিক ও যোদ্ধা। মাতৃভূমির প্রতি অগাধ প্রেম তাঁদের দুর্দমনীয় যোদ্ধায় পরিণত করেছে। অসংখ্যবার হামলা করে ফিলিস্তিনিদের ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ইসরায়েল। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকেই বারবার ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে ফিরে এসেছে ফিলিস্তিনিরা।

প্রতিষ্ঠার পর ইসরায়েল এই ধরনের ক্ষতি ও হামলার মুখে খুব বেশি পতিত হয়নি। ১৯৪৭, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩-৩টি যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৭৩-এর ৬ দিনের যুদ্ধের পর অধিকৃত সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান মালভূমি মিসর ও সিরিয়াকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এরপর ইসরায়েল এতটা ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন না। যদিও ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা পাঁচ শ'র মতো, আহত দুই সহস্রাধিক। বিমান হামলা করে গাজায় অনেক ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৭৭ হাজার গাজাবাসী। সব মিলিয়ে গাজা-ইসরায়েল অঞ্চল এখন অগ্নিগর্ভ। ইসরায়েল অজেয়, দুর্ভেদ্য-এই ধারণা আমূল বদলে গিয়ে আরবের রাজনীতিকে নতুন বাঁকের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এত দিন গাজা ও অধিকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিহত ফিলিস্তিনিদের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতেই অভ্যস্ত ছিল বিশ্ব। কিন্তু এবার ভিন্ন দৃশ্যও দেখা গেল। ইসরায়েলিদের ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলিদের জন্য এটা অকল্পনীয় ও অভাবনীয় দৃশ্য। তবে হামলার ধরন ও পদ্ধতি দেখে বোঝাই যাচ্ছে হামাস সময় নিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই হামলা করেছে। ইসরায়েলি গোয়েন্দারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তিতে হামলা করে অনেক ইসরায়েলিকে ধরেও নিয়ে গেছে হামাস। ইসরায়েলের পাল্টা হামলা বন্ধের জন্যই হামাস এই পরিকল্পনা করে থাকতে পারে। হামাসের হাতে জিম্মি হওয়া ব্যক্তিদের জীবিত উদ্ধারের জন্য চাপ থাকবে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারের ওপর। অপহৃত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা চাইবেন যেকোনো প্রকারেই যেন জিম্মিদের জীবিত উদ্ধার করা হয়। কিন্তু জিম্মিদের নিয়ে হামাস দরকষাকষি করবে। ইসরায়েল হামলার পরই বেশ হম্বিতম্বি শুরু করেছে। গাজা সীমান্তে ব্যাপক সেনাসমাবেশ করে যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে। এর আগেই দফায় দফায় গাজায় বিমান হামলা করেছে। আবার জিম্মিদের উদ্ধারের জন্য মিসরকে মধ্যস্থতা করার অনুরোধও করেছে। এর ফলে বোঝাই যাচ্ছে, ইসরায়েল সামরিক অভিযানের পাশাপাশি জিম্মি উদ্ধারের আলোচনা করতে চাইবে। অপহৃত ব্যক্তিদের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। যে কারণে এক জায়গায় হামলা করলে অন্য জায়গায় অপহৃত ব্যক্তিদের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়বে। এ ছাড়া জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে ইসরায়েলি কারাগারে আটক নেতাদের ছাড়িয়ে নিতে চাইবে হামাস। প্রথম দফার হামলায় পর্যুদস্ত ইসরায়েলের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সহজ হবে না। বড় ধরনের সামরিক অভিযান আরও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। স্থলযুদ্ধে ইসরায়েলের অতীতের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। ১৯৮২ ও ২০০৬ সালে লেবাননে আগ্রাসন চালাতে গিয়ে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছিল। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী জাহাজ রওনা দিয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়লে ইরান, সিরিয়া, লেবাননের হিজবুল্লাহসহ আরবের বিভিন্ন গ্রুপ সম্পৃক্ত হতে পারে। ইতিমধ্যেই লেবানন থেকে হিজবুল্লাহ হামলা করেছে। হামলার পরপরই হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া সারা বিশ্বের মুসলমানদের এই যুদ্ধে শরিক হয়ে জেরুজালেমকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। রাশিয়াও পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে। তখন পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করবে। সেই জটিল অবস্থা ইসরায়েলের জন্য নেতিবাচক হতে পারে। ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে ক্ষতির বিষয় হচ্ছে তাদের দুর্জেয় ভাবমূর্তি পুরোপুরি ধসে গেছে। ইউরোপ ও আরবের বিভিন্ন দেশে থেকে ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষজন এসে বসতি গড়েছেন গত ১০০ বছরে। ইসরায়েলের নাগরিকদের বেশির ভাগই এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী নন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বসতি স্থাপনকারীরা নিরাপত্তার বিষয়টি নতুন করে ভাবতে বাধ্য হবেন। একসময় ইউরোপে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে তাঁরা জায়নবাদী রাজনীতির খপ্পরে পড়ে ফিলিস্তিনে এসে জবরদখল করে বসতি গড়েছিলেন। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমির ধারনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ফিলিস্তিনে এসে তাঁরা দেখলেন, এখানে দিনরাত বোমাবাজি ও গোলাগুলি হচ্ছে।

টুকরো খবর

আরো ডানদিকে ঝুঁকছে জার্মানি

বার্লিন ঃ দু'টি রাজ্যের নির্বাচনে ধাক্কা খেয়ে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের দল এসপিডি ও তাদের জোটসঙ্গীরা চিন্তিত। অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয় বিষয়ে কড়াকড়ি বাড়াতে পারে তারা। রোববার জার্মানির দুটি রাজ্য হেসেন ও বাভারিয়ার নির্বাচনে হারের মুখোমুখি দেশের ক্ষমতাসীন দল এসপিডি বা সোশাল ডেমোক্র্যাট পার্টি ও তার জোটসঙ্গীরা। এটাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে খারাপ নির্বাচনী ফলাফল এই দলের। অন্যদিকে, ডানপন্থি দল এএফডি (বা অল্টারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড), যাকে জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা সংবিধানবিরোধী বলে থাকে, সেই দলটি এই দুই রাজ্যে তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বাড়িয়েছে। বাভারিয়াতে ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে তারা তৃতীয় স্থানে, হেসেনে ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে। হেসেনে জয়ী হয়েছে সিডিইউ বা ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন, বাভারিয়াতে সিএসইউ বা ক্রিশ্চিয়ান সোশালিস্ট ইউনিয়ন। এই দুটি দলই এই রাজ্যে এব আগে থেকেই ক্ষমতায় রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ কার্ল -রুডল্ফ কোর্টে জার্মান সংবাদমাধ্যম জেডডিএফকে বলেন, ''জার্মান রাজনীতিতে মধ্যপন্থি দলগুলি চিরকালই দাপিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু এখন ডানদিকে ঝোঁকার চল শুধু মানুষের মননে নয়, ভোটের হিসাবেও ধরা পড়ছে।'' এএফডি তার নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রে রাখে অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয় নীতির কথা। যাদের আশ্রয়ের আবেদন খারিজ হয়েছে, এমন লাখ লাখ মানুষকে জার্মানি থেকে ফেরত পাঠাতে চায় তারা। তারা বছরের পর বছর ধরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও অভিবাসীদের বিরুদ্ধে মত তৈরি করতে কাজ করে আসছে, বিশেষ করে যারা আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে জার্মানিতে আসছে। দেশে দক্ষ কর্মীর অভাব থাকলেও অভিবাসনের ইস্যুতে এএফডি শক্ত অবস্থান নিয়েছে। এই অবস্থানেই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বহু ভোটার, জানাচ্ছে নির্বাচনী পরিসংখ্যান সংস্থা ইনফ্রাটেস্ট ডিম্যাপ। তরুণ ভোটাররাও এই শর্তেই তাদের ভোট দিচ্ছেন বলে জানাচ্ছে তারা। গত কয়েক মাসে জার্মান রাজনীতিতে নতুন করে চাঙ্গা হচ্ছে অভিবাসনের বিষয়টি। ইতিমধ্যেই যাদের আশ্রয়ের আবেদন খারিজ হয়েছে, তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য চাপ বাড়ছে। একইসাথে, তাল মিলিয়ে বাড়ছে দেশে আসা মানুষের সংখ্যা। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ আশ্রয় আবেদন করেছেন, যা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। একাধিক দল থেকে উঠছে আশ্রয় দেবার সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণের কথা। নির্বাচনের পরের দিনই সিডিইউ ও সিএসইউর তরফে শলৎজ সরকারকে তৎপর হতে বলা হয়। সংবাদমাধ্যম এআরডিকে এবিষয়ে সিডিইউ সচিব কারস্টেন লিনেমান বলেন যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক চাপ পড়ছে। বেশি সংখ্যায় শরণার্থী ও অভিবাসী থাকার ফলে বেশ কিছু স্কুলেও চাপ পড়ছে শিক্ষকদের ওপর, কারণ তারাও সংখ্যায় অপর্যাপ্ত। এসপিডির পক্ষে সাসকিয়া এসকেন কথা দিয়েছেন যে এসব তারা খতিয়ে দেখছেন। সোমবার তিনি বলেন, ''ইতিমধ্যেই চ্যান্সেলর শলৎজ বিভিন্ন রাজ্যগুলির সাথে কথা বলেছেন, তিনি সিডিইউ ও সিএসইউর সাথে মিলে কাজ করতে চান।'' সমাজকর্মীদের মতে, অভিবাসী ও শরণার্থী বিষয়ে ভীতি না ছড়িয়ে বদলে 'তথ্যসমৃদ্ধ ও গঠনমূলক' আলোচনার মাধ্যমে সমাধান আসুক জার্মানিতে।

শলৎস-মাক্রোঁ বৈঠকে ইসরায়েল নিয়ে আলোচনা

হামবুর্গ ঃসোমবার হামবুর্গ এসে পৌঁছান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ। তারপর জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস ও মাক্রোঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সম্প্রতি বেশ কিছু বিষয় নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানির মতবিরোধ হয়েছে। কিন্তু শলৎস ও মাক্রোঁ সোমবার ইসরায়েল নিয়ে সম্পূর্ণ একমত হন। দুজনের আলোচনায় ইসরায়েল ও হামাস প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায়। দুই নেতাই জানিয়েছেন, তারা ইসরায়েলকে পূর্ণ সমর্থন করছেন। শলৎস বলেছেন, ইসরায়েলের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ হয়েছে। শলৎস বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্স সকলেই ইসরায়েল নিয়ে একমত। তারা মনে করে, এই অঞ্চলে নতুন করে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করাকে বরদাস্ত করা হবে না। তবে মাক্রোঁ ও শলৎসের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করা। মাক্রোঁ বলেছেন, ''আমরা শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ চাই। দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে যে মৌলিক বিষয়গুলি আছে, তার উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে।'' তিনি বলেছেন, ''এই দুই দেশকে আরো কাছাকাছি আসতে হবে। দুই দেশের সামনে যে সমস্য়া আছে, তার সমাধান করতে হবে।'' মাক্রোঁ বলেছেন, ''আমাদের দুই দেশ ও ইউরোপ হলো ভূরাজনৈতিক, সামরিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বড় শক্তি।'' শলৎসের সঙ্গে আলোচনার ফলে দুই দেশের সমস্যা সমাধানের পথ পাওয়া যাবে বলে মাক্রোঁ জানিয়েছেন।

১৩৭ রানে হারের পর সাকিব বললেন, 'ভেঙে পড়লে চলবে না'

ঢাকা ঃ হারটা বড় ব্যবধানেই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৩৭ রানে হারের পরও সাকিব আল হাসান বললেন, 'আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না।' বাংলাদেশ অধিনায়ক বড় হারের ম্যাচেও 'ইতিবাচক' ব্যাপারগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। ধর্মশালায় প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সহজেই জিতেছিল বাংলাদেশ। আজ একই মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচটা যে কঠিন হতে যাচ্ছে, সেটি অনুমিতই ছিল। টসে জিতে ইংল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে ৩৬৫ রানের নিচে চাপা পড়ার ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাকিব এভাবে, 'টসে জিতেছিলাম। আজকের আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা ছিল। আগের রাতে বৃষ্টির কারণেই হয়তো। আমাদের বোলিংয়ের শুরুটা ভালো হয়নি। ইংল্যান্ড এমন একটা দল, যাদের একটু সুযোগ দিলেই আপনার ওপর চেপে বসবে। যদিও আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে।' ইংলিশদের ৩৬৫ রান সেভাবে তাড়াও করতে পারেনি বাংলাদেশ। ব্যাট হাতে লড়াইটাও হয়নি। সাকিব সোজাসাপ্টাই বলেছেন, 'শুরুতে দ্রুত উইকেট হারালে ৩৫০ রান তাড়া করা সম্ভব নয়। আমরা দশ ওভারের মধ্যেই ৪ উইকেট হারিয়ে বসেছিলাম।' ম্যাচে নিজেদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন না হওয়া নিয়ে আক্ষেপ বাংলাদেশ অধিনায়কের, 'আমাদের ভালো একটা পরিকল্পনা তো ছিলই। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করতে পারিনি। আমাদের ব্যাটিংটা হয়েছে খাপছাড়া। শুরুতে যখন বোলিং করছিলাম, প্রথম ৬ ওভার বল সুইং করছিল, এর পরপরই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ইংল্যান্ডের হাতে। রানটা যদি ৩২০-৩৩০ হতো, তাও একটা সুযোগ ছিল।'

সম্পাদকীয়

পণবন্দিদের হত্যার হুমকি হামাসের

ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাসের হাতে অন্তত ১০০ পণবন্দি আছে। এর মধ্যে মার্কিন নাগরিকও আছেন। তিন দিন ধরে লাগাতার যুদ্ধ চলছে ইসরায়েলের সেনার সঙ্গে হামাস যোদ্ধাদের। লড়াইয়ে এখনো পর্যন্ত ৮০০ ইসরায়েলি এবং ৬৫০ জন গাজার অধিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা হামাসের পরিকাঠামো লক্ষ্য করেই আক্রমণ চালিয়েছে। তবে বেসরকারি হিসেব এর চেয়ে অনেক বেশি। গাজা স্ট্রিপে আরো বেশি ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অনেকেই দাবি করছেন। ইসরায়েল লক্ষ্য করে এখনো লাগাতার রকেট ছুঁড়ছে হামাস। অন্যদিকে ইসরায়েল গাজা স্ট্রিপ লক্ষ্য করে শেলিং করছে। সময় সময় বিমানহামলাও চালানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ইসরায়েলের অন্য সীমান্তে রকেট হামলা চালিয়েছে লেবাননের হেজবোল্লাহ। হেজবোল্লাহর দাবি, ইসরায়েল লেবাননে রকেট হামলা চালিয়েছিল। ওই ঘটনায় অন্তত তিনজন হেজবোল্লাহ যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। তারপরেই দুইটি ইসরায়েলি সেনা পোস্ট লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয়। ইসরায়েল অবশ্য জানিয়েছে, ওই আক্রমণে তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ইসরায়েল জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি জেহাদি গ্রুপ লেবাননের সীমান্ত দিয়ে ইসরায়েলে ঢোকার চেষ্টা করছিল। ইসরায়েলের আরো অভিযোগ, গাজায় লড়াই শুরু হওয়ার পরেই লেবাননের দিক থেকে তাদের সমর্থনে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। সে কারণেই লেবাননে হেজবোল্লাহ কাঠামো লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। হেজবোল্লাহ অবশ্য এই অভিযোগহ অস্বীকার করেছে। জার্মানি, অ্যামেরিকা এবং আরব লিগসহ একাধিক দেশ হেজবোল্লাহকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এদিকে গাজা স্ট্রিপ থেকে হামাস জানিয়েছে, ইসরায়েল আক্রমণ বন্ধ না করলে একজন একজন করে পণবন্দিকে হত্যা করা হবে। এবং তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে ইসরায়েল। বস্তুত, পণবন্দিদের মধ্যে বেশ কিছু মার্কিন নাগরিক আছে। জো বাইডেন জানিয়েছেন, পণবন্দিদের উদ্ধারের জন্য তার সরকার সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। ইসরায়েলের সঙ্গে এবিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে ইসরায়েল জানিয়েছে, এখন পণবন্দিদের হত্যা করলে তা হবে যুদ্ধাপরাধ। হামাসকে একাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনকে খাদ্যের জন্য সাহায্য চালিয়ে যাওয়া হবে। জার্মান সংবাদসংস্থা ডিপিএ'কে একথা জানিছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। তিনি বলেছেন, ''এই পরিস্থিতির মধ্যে ফিলিস্তিনিদের খাদ্য পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া অন্যায় হবে।'' তবে এর আগে আরেক জার্মান মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ফিলিস্তিনকে অর্থসাহায্য পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ার ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বেয়ারবক জানিয়েছেন, পরিকাঠামোর জন্য যে অর্থ ফিলিস্তিনকে দেওয়া হয় তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু খাদ্যের জন্য যে সাহায্য দেওয়া হয়, তা বন্ধ করা হবে না। ইসরায়েল অবশ্য জানিয়েছে, গাজা স্ট্রিপকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনো কিছু ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত হামাস যুদ্ধ চালাবে, ততক্ষণ এই অবরোধ চলবে। ইসরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধান নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, গাজা স্ট্রিপের অধিবাসীদের এমন পাঠ দেওয়া হবে, যা তাদের পরবর্তী প্রজন্মও ভুলতে পারবে না। বস্তুত, এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদেরও একজোট হয়ে সরকারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন নেতানিয়াহু।

আফ্রিকায় এমআরএনএ ভ্যাক্সিনের লভ্যতা বাড়াতে 4 কোটি ডলার দেবে গেটস ফাউন্ডেশন

দ্য বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন আফ্রিকায় বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য এমআরএনএ ভ্যাকসিনের লভ্যতা বৃদ্ধির জন্য বেলজিয়ান একটি বায়োটেক কোম্পানি এবং দুটি শীর্ষস্থানীয় আফ্রিকান ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকারকসহ কয়েকটি সংস্থাকে ৪ কোটি ডলার দেবে। নাইভেলস ভিত্তিক কোয়ান্টুম বায়োসায়েন্সেস তার এমআরএনএ উৎপাদন প্ল্যাটফর্মে কাজ অগ্রসর করার জন্য ২ কোটি ডলার পাবে। অন্যদিকে সেনেগালের ইন্সটিটিউট পাস্তুর ডি ডাকার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বায়োভাক প্রতিটি প্রযুক্তি কেনার জন্য ৫০ লাখ ডলার পাবে। প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করতে চান এমন অন্যান্য ভ্যাক্সিন নির্মাতাদের আরও ১ কোটি ডলার দেয়া হবে। এমআরএনএ ব্যবহার করে তৈরি ভ্যাকসিনগুলো কোভিড-১৯ মহামারীতে বিশ্বে বিপ্লব ঘটিয়েছে, তবে এর সরবরাহ ছিল মারাত্মকভাবে অসম। এটি মোকাবিলা করার জন্য এবং ম্যালেরিয়া ও যক্ষার মতো রোগ যা নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে এমন হুমকিগুলোর জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বছরের এপ্রিলে কেপটাউনে তাদের এমআরএনএ ভ্যাক্সিন প্রযুক্তি হাব চালু করেছে। এটির এক সদস্য আফ্রিজেন বায়োলজিক্স ইতোমধ্যে ল্যাবে কোভিড-১৯ এর জন্য আফ্রিকার প্রথম এমআরএনএ ভ্যাক্সিন তৈরি করেছে। কিন্তু এমআরএনএ ভ্যাক্সিনগুলো, বিশেষ করে নিরাপদ এবং কার্যকর ভ্যাক্সিনগুলো পরীক্ষা এবং রোল আউট করার জন্য প্রয়োজনীয় হারে উৎপাদন করা ব্যয়বহুল।গেটস ফাউন্ডেশনের একজন মুখপাত্র সোমবার ডাকারে তার ২০২৩ গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জের বার্ষিক সভায় এক ঘোষণার আগে রয়টার্সকে বলেছেন, কোয়ান্টুমের প্ল্যাটফর্ম এন্টেনসিফাই এমআরএনএর ব্যাচগুলোকে আরও সস্তা এবং দক্ষতার সাথে তৈরি করবে।

ভুবন
প্রাবন্ধিক

পি কে হালদারকে কি ভারত থেকে ফেরত আনা যাবে?

হারুন স্বপন

অর্থ পাচারের মামলায় প্রশান্ত কুমার হালদারের (পি কে হালদার) ২২ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। তিনি গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংকের সাবেক সাবেক এমডি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো পি কে হালদার যে অর্থ পাচার করেছেন তা কি ফেরত আনা যাবে? আর পি কে হালদারকে কি বাংলাদেশের হাতে তুলে দেবে ভারত? আদালত পি কে হালদারকে অবৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য ১০ বছর এবং পাচারের অপরাধে ১২ বছর এই মোট ২২ বছর কারাদণ্ড দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে ক্যানাডায় ৮০ কোটি টাকা পাচার এবং ৪২৬ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তিনি এখন ভারতের কারাগারে আছেন। গত বছরের ১৪ মে ভারতের অশোক নগরে তিনি আটক হন।

পি কে হালদারকে এক হাজার ৪৪ কোটি টাকা জরিমানা এবং তার প্রায় ৬৪ একর জমি, ১১টি গাড়ি এবং এক কোটি কোটি ৮৭ লাখ টাকা জব্দ করার নির্দেশও দিয়েছেন আদালত।

এই মামলায় তার আত্মীয়স্বজনসহ ১৩ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ২০২০ সালের ৮ জানুয়ারি দুদক এই মামলাটি দায়ের করে। পি কে হালদার অর্থ আত্মসাৎ এবং অর্থপাচারের মোট ৫২টি মামলার আসামি বলে জানা গেছে। তার মধ্যে এই একটি মামলার রায় হলো।

পি কে হালদারের বিরুদ্ধে শুরুতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা পাচারের কথা বলা হলেও বিভিন্ন মামলার তদন্তে সেটা ১০ হাজার কোটি টাকা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। চারটি নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি এই টাকা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ। ক্যানাডা ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশে তিনি এই অর্থ পাচার করেছেন। তিনি ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যান। তার দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও তাকে আটকাতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর তিনি তার আইনজীবীর মাধ্যমে দেশে এসে আত্মসমর্পণের আবেদন করেছিলেন উচ্চ আদালতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে ফেরেননি।

ক্যানাডায় অর্থপাচারের ঘটনা আদালতে প্রমাণ হলেও পি কে হালদারের পাচার করা অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ এখনো নেয়নি দুর্নীতি দমন কমিশন। দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম বলেন,বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার জন্য মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স চুক্তি আছে। তবে তার সুবিধা পেতে হলে মামলা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিস্পত্তি হতে হবে। এখন পি কে হালদারের সহযোগী যারা আটক আছেন তারা আপিল করলে এবং তাদের আপিল যদি শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় তাহলে তো আমরা অর্থ ফেরত আনার কাজ শুরু করতে পরব না। চূড়ান্ত রায় হলে আমরা রায়ের কপিসহ সংশ্লিষ্ট দেশে আবেদন করব। আর অন্য মামলাগুলোতে তো এখনও বিচারিক আদালতের বিচারই শেষ হয়নি।

দুদকের মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য মতে দুদকের হাতে এখন মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মোট ১১৭টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ৮৩টি মামলার তদন্ত চলছে। ৩২টি মামলায় চার্জশিট ও দুটি মামলায় ফাইনাল রিপোর্টসহ ৩৪টি মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে। তাদের তথ্যমতে মামলাগুলোতে পাচার হওয়া অর্থ সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, হংকং, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে অর্থ পাচার করা হয়েছে।

দুদক তাদের মামলায় যে পাচারের অভিযোগ করেছে তার মধ্যে অল্প অর্থই ফেরত আনতে পেরেছে। ২০২০ সালে হাইকোর্টে দাখিল করা দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, দুদক ২০০৯ সালে কাফরুল থানায় করা আরাফাত রহমান কোকোর মামলায় পাচারকৃত প্রায় ২১ কোটি টাকা ফেরত এনে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। ওই বছর ক্যাঃটনমেঃট থানায় এক মামলায় গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের ২০ কোটি ৪১ লাখ ২৫ হাজার ৮৪৩ টাকা ফেরত এনেছে। ২০১৪ সালে রমনা থানার মামলায় ব্রিটেনে খন্দকার মোশাররফ হোসেনের আট লাখ আট হাজার ৫৩৮ পাউন্ড জব্দ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের গুলশান থানার এক মামলায় মোরশেদ খানের ১৬ মিলিয়ন হংকং ডলার জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালের ক্যান্টনমেন্ট থানার এক মামলায় গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের চার লাখ ১৮ হাজার ৮৫৩ পাউন্ড জব্দ করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন,পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার জন্য দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে আইন আছে। অর্থ ফেরত আনা কিছুটা জটিল হলেও অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। আর এটা শুধু দুদকের একার কাজ নয়, এর সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআরসহ আরো অনেক সংস্থা জড়িত। এর আগে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার নজির আছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে ২০১২ সালের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবহার করতে হবে বাংলাদেশকে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এ নিয়ে আইনি সহায়তা চুক্তি আছে।

এদিকে ভারত থেকে পি কে হালদারকে ফেরত আনা সেই দেশের মামলা শেষ হওয়ার ওপর নির্ভর করছে বলে দুদক জানিয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে। আর ইন্টারপোলের সহায়তার জন্যও পুলিশ সদর দপ্তরকে বলেছে দুদক। পিকে হালদার বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থে ভারতেও বিপুল সম্পদ গড়ে তুলেছেন। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন,পি কে হালদার ভারতেও অভিযুক্ত । সেখানে আইনগত প্রক্রিয়া চলছে। ফলে এখানে জটিলতা আছে। তবে তার অর্থ ফেরত আনার ব্যাপারে এখনই প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

আর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ মনে করেন,পি কে হালদারকে বাংলাদেশ ফেরত আনতে চায় কী না তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ তাকে এখানে ফেরত আনা হলে আরও অনেকের নাম প্রকাশ পাবে। তাই তারা তাকে ভারত থেকে ফেরত আনতে হয়তো দেবে না।

তিনি বলেন,পি কে হালদারকে তো বাংলাদেশের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ভারতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি তো বাংলাদেশের টাকা পাচার করেছেন। তাকে ফেরত আনার আইন আছে। পারস্পরিক চুক্তি আছে। ভারতে দ্রুত আইনগত প্রক্রিয়া শেষ করে সদিচ্ছা থাকলে তাকে ফেরত আনা যায়।

কী হবে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে

জাতীয় নির্বাচনের আগে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। কোন রাজ্যে কে এগিয়ে?

২০২৪ সালে ভারতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে আগামী নভেম্বরে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন। গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনকে সেমি ফাইনাল বলা হচ্ছে। সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই পাঁচ রাজ্যের ভোটের দিন ঘোষণা করেছে। ফলাফল ৩ ডিসেম্বর। মধ্যপ্রদেশে ভোট হবে এক দফায়। নির্বাচনের দিন ১৭ নভেম্বর। রাজস্থানে ভোট হবে ২৩ নভেম্বর। তেলেঙ্গানায় ভোট হবে ৩০ নভেম্বর। মিজোরামের নির্বাচন ৭ নভেম্বর। মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ে ভোট হবে দুই দফায়। ৭ এবং ১৭ নভেম্বর। ২০১৮ সালে ৯০ আসনের ছত্তিশগড় বিধানসভায় কংগ্রেস পেয়েছিল ৬৮টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ১৫টি আসন। এর আগে ওই রাজ্যে ১৫ বছর রাজত্ব করেছে বিজেপি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এবারও কংগ্রেসের দিকেই পাল্লা ভারী ছত্তিশগড়ে। মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনে কার্যত টি২০ ম্যাচ হয়েছিল ২০১৮ সালে। কংগ্রেস পেয়েছিল ১১৪টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ১০৯টি আসন। কিন্তু নির্বাচনের কিছুদিনের মধ্যেই জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া একাধিক বিধায়ক নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। ফলে সরকার উল্টে যায়। এবছরেও মধ্যপ্রদেশে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০১৮ সালে ২০০ আসনের রাজস্থান বিধানসভায় ১০৩টি আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল কংগ্রেস। বিজেপি পেয়েছিল ৭৩টি আসন। তবে এর আগে রাজস্থানে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে বিজেপি। রাজস্থানে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বও সাংঘাতিক। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশ মনে করছে, এবছরের নির্বাচনে রাজস্থানে পাশা উল্টে দিতে পারে বিজেপি।

তেলেঙ্গানায় ক্ষমতাসীন দল টিআরএস। অধুনা নাম বদলে যারা হয়েছে বিআরএস। তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি থেকে ভারত রাষ্ট্র সমিতি। ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আলাদা হয়েছিল এই রাজ্যটি। পৃথক তেলেঙ্গানার জন্য দীর্ঘ লড়াই করেছিলেন কেসিআর। তিনিই তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী। এবারেও তার দিকেই পাল্লা ভারী। তবে কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই দলই লড়াইয়ে আছে। ফলে সেখানে লড়াই হবে ত্রিমুখী।

৪০ আসনের মিজোরাম বিধানসভা দীর্ঘদিন দখলে ছিল কংগ্রেসের। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তা হস্তান্তরিত হয় মিজো আঃেদালনের অন্যতম মুখ জোরামথাঙ্গার হাতে। তার নেতৃত্বে মিজো ন্যাশনাল ফ্রঃট জিতে নিয়েছিল ২৬টি আসন। কংগ্রেস ৫টি, বিজেপি মাত্র একটি। এবারও জনসমর্থন জোরামের দিকেই আছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জানা অজানা

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শুভমন, খেলবেন আমেদাবাদে?

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চেন্নাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শুভমন গিল। মঙ্গলবার ছাড়া পেলেন তিনি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। তাকে ছাড়াই দল দিল্লি গেছে। প্রশ্ন হলো, আমেদাবাদে ১৪ অক্টোবর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণে কি খেলতে পারবেন শুভমন? খুব ভালো ফর্মে ছিলেন শুভমন। এই অবস্থায় তার ডেঙ্গি ধরা পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তার অভাব অনুভূত হয়েছে। ভারতের প্রথম তিনজন আউট হয়েছেন কোনো রান না করে। শুভমনের প্লেটলেট কাউন্ট কমে গিয়েছিল বলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাকে একটা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বোর্ডের সূত্র পিটিআই'কে জানিয়েছে, প্লেটলেট কাউন্ট ৭০ হাজারে নেমে গিয়েছিল। ডেঙ্গু রোগীদের ক্ষেত্রে এটা হয়েই থাকে। তাকে দুইদিন ধরে ড্রিপ দেয়া হয়েছে। তবে মঙ্গলবার সকালে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে। তিনি এখন টিম হোটেলে ফিরে এসেছেন। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকরা তার দেখভাল করছেন। বুধবার আফগানিস্তানের সঙ্গে খেলবে ভারত। তাতে শুভমন থাকবেন না এটা নিশ্চিত। আগামী শনিবার ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচ আমেদাবাদে। সাত বছর পর ভারতের মাটিতে খেলবে পাকিস্তান। এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। বিসিসিআই বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, শুভমন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে তারা কিছু বলেনি। বিসিসিআই এখনো আশা করে বসে আছে, শুভমন গিল পুরো সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি আমেদাবাদে খেলবেন। না হলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাকে বাদ দিয়েই টিম নামাতে হবে।

সাময়িকী

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তৎপরতা বাড়াচ্ছে ইডিসিবিআই

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তৎপর দেখাচ্ছে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে তারা। অভিযান হয়েছে বিজেপি নেতার বাড়িতেও।

স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তে নেমে ইডি খোঁজ পায় আর এক দুর্নীতির। ধৃত অয়ন শীলের হেফাজতে মেলা নথি থেকে সন্দেহ জাগে, পুরসভার নিয়োগেও অনিয়ম হয়েছে। তারই তদন্তে একাধিক দিনে, বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডি, সিবিআই। রবিবার পুরমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও তৃণমূল বিধায়ক, সাবেক মন্ত্রী মদন মিত্রের বাড়িতে অভিযান নিয়ে বিস্তর হইচই হয়েছে। কামারহাটির সাবেক পুরপ্রধান মদন। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চলে দুই নেতার বাড়িতে।

গত বৃহস্পতিবার ইডি রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে অভিযান চালায়। সাড়ে ১৯ ঘণ্টা চলে তল্লাশি। রাত পৌনে দুটো নাগাদ ইডি আধিকারিকেরা মন্ত্রীর বাড়ি ছাড়েন।

দুই মন্ত্রীর বাড়িতে কেন্দ্রীয় সংস্থার তল্লাশিতে তৃণমূল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে। ফিরহাদ রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সংস্থার দিকে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেন।

ঠিক তার পরের দিন, সোমবার আরো বড় মাপের অভিযান চালিয়েছে সিবিআইয়ের কয়েকটি দল। তাদের নিশানায় ছিলেন এক বিজেপি বিধায়কও। সপ্তাহের প্রথম দিন চার জেলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল হানা দেয়। সাত সকালেই নদিয়ার উত্তরপশ্চিম রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিবিআই হানা দেয়।

রানাঘাট পুরসভার সাবেক পুরপ্রধান পার্থসারথী। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেন ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে। তৃণমূলের পুরপ্রধান থাকাকালীন তার ভূমিকা এখন সিবিআইয়ের নজরে। নদিয়ার তৃণমূল পরিচালিত বীরনগর পুরসভায় অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। এখানকার পুরপ্রধান পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও তারা হানা দেয়। মধ্যমগ্রাম পুরসভাতেও হানা দেন সিবিআই আধিকারিকরা। এখানকার প্রধান ছিলেন রথীন ঘোষ। ইডি আধিকারিকরা নথি বাজেয়াপ্ত করার পরই সিবিআই অভিযান।

সোমবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া সাবেক পুরপ্রধান অর্জুন সরকারের বাড়িতে যায় সিবিআই। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। উলুবেড়িয়া পুরসভাতেও যায় সিবিআইয়ের দলটি।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতা অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারেও পৌঁছে যায় সিবিআই। এই কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার সাবেক পুরপ্রধান মীরা হালদারের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকরা হানা দেন। পুরভবনে গিয়ে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। পুরপ্রধান প্রণব দাসের সঙ্গে কথা বলে।

অয়ন শীলের সংস্থা যে সব পুরসভায় নিয়োগের পরীক্ষা নিয়েছিল, সেগুলিতেই নজর দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার। তার হুগলির বাড়ি এবং সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। অভিযোগ, অফিস থেকে পুরসভায় নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট উদ্ধার হয়। মিলেছে নিয়োগের নথিও।

এর পরেই পুরসভায় নিয়োগে অনিয়মের বিষয়টি সিবিআই ও আদালতকে জানায় ইডি। পৃথক ভাবে এফআইআর দায়ের করে শুরু হয় তদন্ত। অয়নকে আজ আদালতে পেশ করা হয়। আদালত চত্বরে তল্লাশি সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মুখ খোলেননি তিনি। 'বিচারাধীন বিষয়' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, দলীয় বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি প্রমাণ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা নিরপেক্ষ। যদিও তৃণমূল একে 'নাটক' বলে তকমা দিয়েছে। কুণাল ঘোষের বক্তব্য, অভিষেকের ধর্না হিট। নজর ঘোরাতেই ঘন ঘন অভিযান।

লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সংস্থার তৎপরতা আরো বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাতে কি নির্বাচনে প্রভাব পড়বে?

সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য বলেন, দুর্নীতির তদন্ত ও অপরাধীদের ধরার উদ্যোগ জরুরি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কি আদৌ সিরিয়াস? ভোট এলে তারা তৎপর হয়, বিজেপি এর সাহায্যে বিরোধীদের চাপে রাখে।

পায়েল সামন্ত
কলামিস্ট

পাঠকের চিঠি

গাজা সংঘর্ষের কিছু পর্যবেক্ষণ

হামাস বাহিনীর আক্রমন এবং ইজরায়েলের প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে বাহাত্তর ঘন্টা কেটে গিয়েছে। কার্যত সামগ্রিক ভাবে অবরুদ্ধ গাজা ভুখন্ডের ২৩ লাখ মানুষের জীবন অনিশ্চয়তা ঘেরাটোপে বন্দী । কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও পরিকাঠামো ধ্বংসের মধ্যে বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ চোখে পড়ছে। প্রথমত ইজরায়েল সৃষ্টির সময় থেকে আজ অবধি এই প্রথম কোনো প্যালেস্টাইনী বাহিনী গ্রিন লাইন অতিক্রম করে অভিযান চালিয়েছে। গ্রিন লাইন যা ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি পরবর্তী সময় থেকে ডি - ফ্যাক্টো সীমানা হিসেবে পরিচিত। এই জাতীয় আক্রমনের ফলে এটা বেশ পরিষ্কার যে ইজরায়েলের গুপ্তচর বিভাগের কাছে হামাসের পরিকল্পনার কোনো আগাম খবর ছিলোনা। সম্ভবতঃদুটি কারনে ইজরায়েল সরকার ধরে নিয়েছিলো যে হামাস বাহিনী তাদের সাথে মধ্যেমধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে জড়ালেও সামগ্রিক যুদ্ধে কখনোই জড়াবে না কারন, প্রথমতঃ গাজা নিবাসী ১৮৫০০ মানুষ পারমিট পেয়ে ইজরায়েলের কৃষি কার্য এবং নির্মাণ শিল্পের সাথে সরাসরি যুক্ত এবং সরাসরি যুদ্ধের ফলে এতো মানুষের জীবন জীবিকার ওপর নেমে আসার আর্থিক আঘাত হামাস কে চরম পথ অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখবে। দ্বিতীয়ত, সপ্তাহ তিনেক আগেই কাতার , ইজিপ্ট এবং ইউনাইটেড নেশনসের মধ্যস্থতায় ইজরায়েল এবং হামাস গোষ্ঠীর মধ্যকার শান্তিচুক্তি বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়েছিলো। এমতাবস্থায় স্বভাবতই দুটো প্রশ্ন উঠে আসে ঃ হামাসের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য কী এবং কেন এই বিশেষ সময়েই আক্রমণ ? প্রথমতঃ বলা যায় যে হামাসের নেতৃবৃন্দ খুব ভালো করে নিজেদের সামরিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহল। তারা জানেন যে বেশিদিন ইজরায়েলি বাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘাতে টিকে থাকা যাবেনা। তাই সাধারন মানুষের হত্যা এবং অপহরণের মাধ্যমে আতঙ্কের পরিবেশে সৃষ্টি করে গোটা বিশ্বে হামাসের ভয়াবহতার বার্তা পৌছাতে চাইছেন। এছাড়াও এই আক্রমনের অন্যতম সম্ভাব্য হিসবে কারন সম্প্রতি সৌদি আরব এবং ইজরায়েলের মধ্যেকার শীতল সম্পর্ক কাটিয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার দিকেও বিশেষজ্ঞরা ইঙ্গিত করছেন। বিগত কিছু সময়ে মহম্মদ আব্বাসের নেতৃত্বহীন প্যালেস্টাইন অথোরিটির জনপ্রিয়তায় এবং জনসংযোগের ভাটার টান এসেছে। পাশাপাশি আমেরিকার প্রাক্তন রাস্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় আব্রাহাম চুক্তি এবং বর্তমান রাস্ট্রপতি জো বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য নীতি ইজরায়েল প্যালেস্টাইন সম্পর্কের সমীকরনে অনিশ্চয়তা যোগ করেছে। ফলতঃ সম্ভাবনার শুন্যতায় হামাসের এই পদক্ষেপ মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতি তে নিজেদের অন্যতম অংশীদার রুপে তুলে ধরার প্রয়াস বলেই ধরা যায়। আমেরিকা এবং সৌদি আরবের পরিপ্রেক্ষিতে এটা উপলব্ধি করা এবং মেনে নেওয়া খুব একটা কঠিন নয় যে দুই রাস্ট্র তত্ত্বের মধ্যেই এই রক্তক্ষয়ী সম্পর্কে ইতি টানা সম্ভব কিন্তু এই মতবাদ কোনোভাবেই ইজরায়েলী সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। হামাসের এই আক্রমনের তাৎক্ষণিক কারন হিসেবে বলা হচ্ছে এটা ইজরয়েল কর্তৃক আল - আকসা মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় সাম্প্রতিক দখলদারীর প্রত্যুত্তর কিন্তু এই আক্রমনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়া অনেকটা পিছিয়ে গেল তা বলাইবাহুল্য। ইজরায়েলের অভ্যন্তরে বিচার ব্যবস্থার সাথে সরকারের সংঘাতের আবহে এই আক্রমণ সরকার কে আরো চাপে ফেলল। পরিশেষে একটা বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে ভয়াবহতা এবং চরম অমানবিকতা কে সঙ্গী করে এই সংঘাত বেশ কিছুদিন চলবে এবং দুই পক্ষের সাধারণ মানুষকে বিগত ষোলো বছরে সংগঠিত চারটে যুদ্ধের মতো এবারো মুল্য চোকাতে হবে।

অর্ক গোস্বামী
২৯, বীর রামমোহন ব্যনার্জী রোড
ইসমাইল, আসানসোল

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

পুরী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে চালু পোশাক বিধি

পাশ্চাত্যের পোশাক যেমন শর্টস, হেঁড়াফাটা জিন্স, স্লিভলেস পোশাক এবং হাফ প্যান্টের অনুমতি দেওয়া হবে না

'সভ্য' পোশাক না পরলে কোনও ভক্তকেই আর দর্শনে অনুমতি নয়

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে, এমন পোশাক পরাও নিষিদ্ধ হবে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসা ভক্তদের মন্দির পরিদর্শন করার সময় এবার থেকে শালীন পোশাক পরতে হবে। পিটিআইয়ের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন (এসজেটিএ), আগামী ১লা জানুয়ারী ২০২৪ থেকে নতুন ড্রেস কোড বা পোষাক বিধিমালা কার্যকর করবে।শালীন পোশাক পরে প্রবেশ করতে হবে পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে। ভক্তদের শালীন ও শোভনীয় পোশাক পরেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। পাশ্চাত্যের পোশাক পরে মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে না।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির হিন্দুদের জন্য অন্যতম পূজনীয় তীর্থস্থান। হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে এটি চার ধামের মধ্যে একটি। মন্দিরের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকতা এবং শালীনতার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য, শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন সেবায়েত'দের সাথে বৈঠকের পরে পোষাক কোড চূড়ান্ত করেছে। খবরে বলা হয়েছে, শ্রী জগন্নাথ মন্দির পুলিশ (টেম্পল পুলিশ) এবং প্রতিহারি সেবকরা মন্দিরের প্রবেশপথে দর্শনার্থীদের পোশাকের উপর নজর রাখবেন। জানা গিয়েছে, একাধিক জায়গা থেকে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে জগন্নাথধামে এবার নয়া পোশাকবিধি চালুর সিদ্ধান্ত নিল শ্রী জগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসজেটিএ)।

গত সোমবার এই পোশাকবিধি নিয়ে একটি বৈঠকে আলোচনা করেন এসজেটিএ। এ প্রসঙ্গে মুখ্য প্রশাসক রঞ্জন কুমার দাস সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'ভক্তদের পোশাক নিয়ে নানাবিধ অভিযোগ এবং আপত্তি আসছিল। সভ্য পোশাক না পরে মন্দিরে আসা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। এ জিনিস মন্দিরের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। আমাদের জগন্নাথধাম একটি পবিত্র স্থান। ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং পবিত্র মন নিয়ে এই মন্দিরে দেশবিদেশ থেকে বহু পুণ্যার্থী আসেন। ফলে মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু পুণ্যার্থী ধর্মীয় ভাবাবেগে গুরুত্ব না দিয়ে যেমনতেমন পোশাক পরে দর্শনের জন্য উপস্থিত হচ্ছেন।' শ্রী দাসের আরও সংযোজন, 'ছেঁড়া জিন্স, হাতকাটা জামা, বারমুডা প্যান্ট পরে দর্শনের জন্য চলে আসতে দেখা গিয়েছে বহু পুণ্যার্থীকে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটা ধর্মীয় স্থান। এটা কোনও বিনোদন বা মনোরঞ্জনের জায়গা নয়।'

পিটিআই এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মন্দিরের পূর্বদিকের 'সিংহদ্বারে' নিযোজিত নিরাপত্তা কর্মী এবং মন্দিরের প্রতিহারি পরিচারকদের কোড কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন ধরণের পোশাকের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে তা এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবং সেবকদের পাশাপাশি মন্দির প্রশাসনও ভক্তদের জানাবে। সেবায়েতরা জানিয়েছেন যে অনেকেই মন্দির উপযোগী পোশাক পরছেন না। তাই নতুন পোশাকবিধি আনতে চলেছেন তাঁরা। কোন ধরনের পোশাক পরে পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে না, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, ড্রেস কোডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেবাপ্রদানকারী সংস্থা দৈতাপতি নিজোগের দাবির কয়েক মাস পরে, যেখানে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল যে বহু ভক্ত ছোট পোশাক, ছেঁড়াফাটা জিন্স ইত্যাদি পশ্চিমা পোশাকপরে আসেন, যা অন্যদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। ভক্ত পরিচারকের এই সংস্থা আরও অনুরোধ করেছে যে পশ্চিমা পোশাক পরা দর্শনার্থীদের মন্দিরে প্রবেশের আগে উপযুক্ত পোশাক পরিধান করতে হবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে স্লিভলেস পোশাক, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে ছেঁড়া জিন্স এবং হাফ প্যান্ট পরে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে এসজেটিএ। মন্দিরের ঐতিহ্য বুঝে পবিত্র এবং সভ্য পোশাক পরে দর্শনে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে পুণ্যার্থীদের। প্রবেশের মুখে প্রত্যেকের পোশাক চেকিং হবে বলেও জানিয়েছে কমিটি।

'সভ্য' পোশাকবিধি নিয়ে মন্দিরের পক্ষ থেকে সচেতনতার প্রচারও চালানো হবে বলে খবর। মঙ্গলবার ¯ ১০ই অক্টোবর থেকেই এই পক্রিয়া শুরু করেছে জগন্নাথধাম কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে মুখ্য প্রশাসক রঞ্জন দাস জানিয়েছেন, '২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই পোশাকবিধি কঠোরভাবে সকলকে মেনে চলতে হবে। সিংহদ্বারের মুখে এবং মন্দিরের ভিতরে প্রতিহারি সেবায়েতরা উপস্থিত থাকবেন। পুণ্যার্থীরা পোশাকবিধি মেনে না চললে তাঁদের অন্দরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হবে। 'তাঁরা জানিয়েছেন যাঁরা পাশ্চাত্যের পোশাক পরে আসবেন তাঁরা চেঞ্জরুমে ড্রেস বদলাতে পারেন।

ভক্তদের জন্য একটি পোষাক কোড প্রযোগে করার সিদ্ধান্তটি গত ২০২১সালের অক্টোবরে মন্দির প্রশাসন পরিচারকদের জন্য পোষাক কোড নিয়ন্ত্রিত করার দুই বছর পরে লাগু হতে চলেছে। ঐতিহ্যগতভাবে, মন্দিরের অভ্যন্তরে আচার অনুষ্ঠান করার সময় সমস্ত সেবাকারীরা ধুতি, সুতির গামচা এবং পাট্টা পরেন ।সেবায়েতরা আরও জানিয়েছেন যে হাজার হাজার ভক্ত আসেন জগন্নাথ দর্শনে। সেক্ষেত্রে ড্রেস কোড চালু করাটা অত্যন্ত দরকার। ২০ অক্টোবর২০২১ থেকে সেবায়েতদের পোশাক বিধিও লাগু করা আছে। তাঁদের ধুতি, তোয়ালে, পাট্টা পরতে হয় পুজোর সময়। এবার ভক্তদেরও শালীন পোশাক পরতে হবে।

উল্লেখ্য, উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের একাধিক হিন্দু মন্দির সহ গোটা দেশের বিভিন্ন মন্দিরেই এই ড্রেস কোড চালু হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষায় জোর দিয়ে ছোট পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে। এইবারে পুরীর মন্দিরও সেই পথে হাঁটতে চলেছে।

কংগ্রেসের বিধায়কদের সরকারি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত চিঠির জবাব দেবার জন্য কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার

সরকারের অমৃত কলস যাত্রা কার্যসূচিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসে বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ে মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অমৃত কলস যাত্রা ঘিরে কংগ্রেসে শুরু হয়েছে ব্যাপক অন্তর কলহ। বিশেষ করে এই সরকারি কার্যসূচিতে কংগ্রেসের প্রায় ১০ জন বিধায়ক অংশগ্রহণ করার ফলে দলটির বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থকে দলের বিধায়কদের সরকারি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত চিঠির জবাবের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সভাপতি ভূপেন বরা কংগ্রেসের সর্বেস্বর্বা নন বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক এ কে রশিদ আলম। সরকারের অমৃত কলস যাত্রা কার্যসূচিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসে বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ে মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। প্রসঙ্গত সরকারের অমৃত কলস যাত্রা নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেসে বর্তমান অব্যাহত থাকা অন্তর কলহের ফলে এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণকারী দলের চারজন বিধায়ক যোগদান করার খবর প্রচার হওয়ার পর দুজনকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। তবে অবশেষে দেখা দিয়েছে দলটির প্রায় ১০ জন বিধায়ক এই অমৃত কলস যাত্রা কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে কংগ্রেস বিধায়কদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেকোনো সরকারের কার্যসূচিতে কংগ্রেসের বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হবে কিনা সেটা জানার জন্য সভাপতি ভূপেন বরকে চিঠি পাঠাতে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে এই চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বলেন গতকাল দিল্লি থেকে ফেরার পরে রাত দশটা নাগাদ তিনি এই চিঠি পেয়েছেন। আগামী দু একদিনের মধ্যে এই চিঠির জবাব দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে দলের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থকে চিঠির জবাব দিতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে যেকোনো সরকারি কার্যসূচিতে প্রত্যেক বিধায়ককে সরকারের তরফে আমন্ত্রণ জানানো বাধ্যতামূল। কিন্তু কোন কার্যসূচিতে বিধায়করা যাবেন কোনটাতে যাবেন না সেক্ষেত্রে সেটা তারা নির্ণয় করবেন। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাদ্যবাধকতা নেই। এদিকে সরকারের অমৃত কলস যাত্রায় কংগ্রেস বিধায়কদের অংশগ্রহণের ফলে সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাকে জিজ্ঞেস করেছেন ভারতবর্ষের যেকোনো একটি রাজ্যের নাম বলতে যেখানে কংগ্রেস বিধায়করা অমৃত কলস যাত্রায় কংগ্রেস বিধায়করা অংশগ্রহণ করেছেন। এই কার্যসূচী শুধুমাত্র অসমের জন্য নয়। ভারতে কোন একটি রাজ্য নেই যেটাতে কংগ্রেসের বিধায়ক্রা নেই। ফলে কোন রাজ্যের কংগ্রেস বিধায়করা এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন সেটা জানানোর জন্য তাকে বলা হয়েছে। এর কি উত্তর দেওয়া যায় সেটা তিনি ভেবে উঠতে পারছেন না বলেও মন্তব্য করেন। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন হিতাধিকারী স্কিমের মাধ্যমে সরকার বাঁচানো সম্ভব নয়। প্রয়াত ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ব্যাপকভাবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ল্যাপটপ বিতরণ করেছিলেন। অনেক সাইকেল, চেক বিতরণ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস যত ল্যাপটপ সাইকেল চেক বিতরণ করেছিল সে হিসেবে ভোট পায়নি। প্রতিটি রাজ্যের সরকার হিতাধিকারী প্রকল্প হাতে নিয়ে থাকে। তবে এই হিতাধিকারী প্রকল্পের জন্য যদি জয়লাভ করা যেত তাহলে কোন রাজ্যের সরকার পরিবর্তন হতো না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করা পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন প্রতিটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে। এই পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন জয়লাভের মাধ্যমে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জয় প্রতিষ্ঠা করবে কংগ্রেস। এদিকে কংগ্রেস বিধায়ক এ কে রশিদ আলমের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এই দলে কোনো সর্বেস্বর্বা। তিনি নিশ্চিতভাবে সর্বেস্বর্বা নন। তিনি দলীয় সতীর্থদের মধ্যে একজন। দলের প্রতি জন সহকর্মীর মধ্যে তার রোল নাম্বারটি এক। তার চেহেরায় দল নয়, তিনি দলের চেহারায় রয়েছেন। কেউ যদি তাকে জনসম্মুখে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ভালোবাসেন তাহলে করতে পারেন। তিনি কখনো বলেননি তিনি সর্বেস্বর্বা। তবে সংবিধানে বলেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তিনি প্রথমজন ব্যক্তি। তবে বাকিরা সবাই সমান। একটি শ্রেণী কোঠার সবাই সহপাঠী বলে মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। উল্লেখ্য সরকারের অমৃত কলার যাত্রা কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করা সংক্রান্তে সভাপতি ভূপেন বরা এবং উপসভাপতি রানা গোস্বামীর ব্যাপক সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক এ কে রশিদ আলম। তিনি বলেন সভাপতি ভূপেন বরা এবং উপসভাপতি রানা গোস্বামী কংগ্রেসের সর্বেস্বর্বা। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি রাজ্যের কংগ্রেসের সর্বেস্বর্বা। তবে তা বলে ভূপেন বরা সেটা নন। সরকারের যেকোনো ভালো কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে কোনো বাধা থাকতে পারে না। কংগ্রেসের বহু বিধায়ক এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি কংগ্রেসের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সভাপতি, জেলা সভাপতি সরকারের এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানান বিধায়ক এ কে রশিদ আলম। অন্যদিকে অমৃত কলেজ যাত্রা কার্যসূচিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসে সৃষ্টি হওয়া বিশৃঙ্খলতা নিয়ে ফের একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ সাজরিকা। তিনি বলেন দলটিতে বর্তমান বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ে মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রতিটি সরকারি কার্যসূচিতে কংগ্রেস দলের বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে এক্ষেত্রে দলটির বিধায়করা কখনো কখনো বিধানসভা কিংবা তার বাইরে অভিযোগ উত্থাপন করেন সরকারি কার্যসূচিতে আমন্ত্রণ না জানানো সংক্রান্তে। কিন্তু এবার সরকারি কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ করার জন্য দলটিতে শুরু হয়েছে বিশ্ব যুদ্ধ পর্যায়ের এক মহাযুদ্ধ। ফলে এবার কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানালে উল্টো তাদের বিধায়কদের বিপদে ফেলা হবে। তাছাড়া এর উল্টো হতে পারে। কখনো সরকার তাদের আমন্ত্রণ করে লজ্জায় পড়তে পারে। আমন্ত্রণ করতে কংগ্রেস বিধায়করা বলতে পারেন কেন তাদেরকে ডাকা হয়েছে। ফলে এই বিষয়টির সমাধানের উদ্দেশ্যে দলটির সভাপতি ভূপেন বরাকে চিঠি লিখে জানতে চাওয়া হয়েছে যে সরকারি কার্যসূচিতে কংগ্রেসের বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো যাবে কিনা। এক্ষেত্রে আশা করা হচ্ছে এই চিঠির উত্তর তিনি দেবেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

কেবিনেট বৈঠকের নামে শুধুমাত্র ৫ লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে

আগামী ১১, ১২, ১৩, ১৬ অক্টোবর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রতিজন মন্ত্রী, সাংসদ, স্বশাসিত পরিষদের সিইএম অরুণোদয়, সাইকেল বিতরণ এবং মাইক্রো ফাইনান্স সংক্রান্ত সভায় অংশ নেবেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার সরকারি খরচ কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকের জন্য শুধুমাত্র ৫ লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেবিনেট বৈঠকের নামে সার্কিট হাউস কিংবা আইবি হাউসের মেরামতির কাজ করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন গতানুগতিক মেরামতির কাজ চলতে পারে কিন্তু সেটা কেবিনেটের নামে করা যাবে না।তাছাড়া আগামী ১১, ১২, ১৩, ১৬ অক্টোবর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রতিজন মন্ত্রী, সাংসদ, স্বশাসিত পরিষদের সিইএম অরুণোদয়, সাইকেল বিতরণ এবং মাইক্রো ফাইনান্স সংক্রান্ত সভায় অংশ নেবেন বলে জানান তিনি। এর পাশাপাশি মন্ত্রিসভার বৈঠকে কাজিরাঙ্গা বিচারপতিদের জন্য একটি গেস্ট হাউস নির্মাণ সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ে সোমবারে গুরুত্বপূর্ণ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে এই বৈঠকের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সবিস্তার জানিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি জানান আগামী নভেম্বরের কেবিনেট বৈঠক তিনসুকিয়া, ডিসেম্বরের বৈঠক উত্তর লক্ষিমপুর এবং জানুয়ারির কেবিনেট বৈঠক নগাঁও জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রচার মাধ্যমে কেবিনেট বৈঠকের নামে সরকার বহু অর্থ অপচয় করছে বলে বিভিন্ন সময়ে সংবাদ প্রকাশিত করা হয়। এর ফলে সরকারের ব্যয় কমাতে এবার থেকে কেবিনেট বৈঠকের খরচের জন্য শুধুমাত্র ৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থের মধ্যেই জেলা প্রশাসনকে কেবিনেট বৈঠক আযোজন করতে হবে। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীদের সফরের নামে অতিরিক্ত খরচ করার ক্ষেত্রে বাধাপ্রধান করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন সরকারের খরচ কমাতে একই সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচি আযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসাবে আগামী ১১, ১২, ১৩, ১৬ অক্টোবর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রতিজন মন্ত্রী, সাংসদ, স্বশাসিত পরিষদের সিইএম অরুণোদয়, সাইকেল বিতরণ এবং মাইক্রো ফাইনান্স সংক্রান্ত সভায় অংশ নেবেন। বিশেষ করে নতুন করে সৃষ্টি হওয়া অরুণোদয় হিতাধিকারীদের বিকেলে আগামী ১১ এবং ১২ অক্টোবর রাজ্যজুড়ে প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া ১৩ অক্টোবর নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান আযোজন করা হবে। ১৬ অক্টোবর মাইক্রো ফাইন্যান্স এর তৃতীয় পর্যায়ের ঋণ মুকুব সার্টিফিকেট বিতরণ সভা আযোজিত হবে। মূলত খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে একই প্যান্ডেলে তিনটি সভা বিভিন্ন দিনে আযোজন করা হবে। প্রতিটি জেলাতে একটি প্যান্ডেল নির্মাণ করা হবে। সেই প্যান্ডেলেই এই তিনটি কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

আগামী ১১, ১২, ১৩, ১৬ অক্টোবর রাজ্যের কোন জেলায় কোন মন্ত্রী এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন সে ক্ষেত্রে একটি বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। চিনি জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগামী ১১ অক্টোবর কোকরাঝাড়ে অরুণোদয় সভায় অংশগ্রহণ করবেন। ১২ নভেম্বর যোরহাটে অরুণোদয় সভায় উপস্থিত থাকবেন। ১৩ অক্টোবর শোণিতপুরে সাইকেল বিতরণ সভায় অংশগ্রহণ করবেন। ১৬ অক্টোবর ডিব্রুগড়ে মাইক্রো ফাইন্যান্স সভায় উপস্থিত থাকবেন। একইভাবে প্রতিজন মন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই সভা গুলোতে অংশগ্রহণ করবেন। মন্ত্রী মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ১১ অক্টোবর হোজাই, ১২ অক্টোবর কার্বি আংলং, ১৩ অক্টোবর কার্বি আংলং, ১৬ অক্টোবর নগাঁও এ উপস্থিত থাকবেন। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা ১১ অক্টোবর কাছাড় জেলায়, ১২ অক্টোবর করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলায়, ১৩ অক্টোবর হাইলাকান্দি এবং কাছাড় জেলায় উপস্থিত থাকবেন। সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা ১৩ অক্টোবর করিমগঞ্জ এবং ১৬ অক্টোবর করিমগঞ্জ তথা হাইলাকান্দির সভায় উপস্থিত থাকবেন।সাংসদ রাজদীপ রায় ১৬ অক্টোবর কাছাড় জেলায় মাইক্রো ফাইন্যান্সের সভায় অংশ নেবেন বলে জানান তিনি।

কেবিনেট বৈঠকের অন্যান্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উল্লেখ করে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন কাজিরাঙ্গায় বিচারপতিদের জন্য একটি গেস্ট হাউস নির্মাণ করার বিষয়ে বিচারপতিদের বহুদিনের একটি অনুরোধ ছিল। অবশেষে এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কাজিরাঙ্গায় থাকা পর্যটন বিভাগের ৭ বিঘা ২ কাঠা ১০ লেসা জমি এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। কাজিরাঙ্গায় বিচারপতিদের জন্য গেস্টহাউস তথা অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সারাদেশের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তথা বিচারপতিদের জন্য কাজিরাঙ্গায় প্রস্তাবিত গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নতুনভাবে গঠন হওয়া সিপাজার মিনিসিপাল বোর্ডের জন্য সিক্স ফাইন্যান্স কমিশনের মাধ্যমে অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া নাবার্ড থেকে নেওয়া অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ৯০ টি সড়ক নির্মাণ এবং চারটি সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্তে ৯৫০.৪৫ কোটি টাকা প্রদান করার ক্ষেত্রে এদিনের মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

তিনি জানান আনুমানিক তিন হাজার কোটি টাকা বেসাপেক্ষে অসম মালার অধীনে নতুন এক হাজার কিলোমিটার পথ প্রকল্প হাই স্পিড ইকোনমিক করিডরের এর জন্য নীতিগত অনুমোদন জানানো হয়েছে। তাছাড়া ট্যাক্স কমিশনের অধীনে একটি নতুন কার্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কাজের জন্য ১১.৯১ কোটি টাকার অতিরিক্ত অনুমোদন জানানো হয়েছে। ১০ মহলের এই নতুন কার্যালয় এটি অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন হবে। সেখানে আপগ্রেডেড লেন, প্রেক্ষাগৃহ, কনফারেন্স হল ইত্যাদি সুবিধা থাকবে। এক্ষেত্রে ১০০.৬১ কোটি টাকার জন্য জারি করা প্রশাসনিক অনুমোদনের বৈধতা ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার তথ্য জানিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

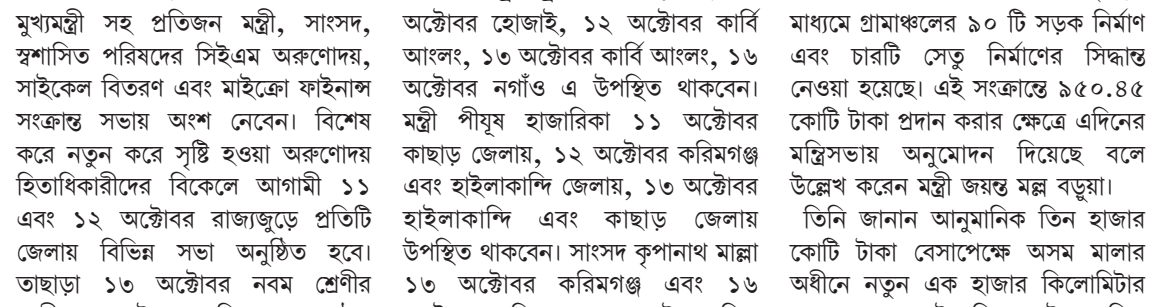

ইংল্যান্ডের সামনে দাঁড়াতেই পারল না বাংলাদেশ

ধর্মশালা ঃ বড় রানের পেছনে ছুটতে গিয়ে আরও একবার ভেঙে পড়ল বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং। ডেভিড ম্যালানের সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের করা ৯ উইকেটে ৩৬৪ রানের জবাবে বাংলাদেশ অলআউট হয়ে গেছে ২২৭ রানে। তাতে ধর্মশালায় বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই বাংলাদেশ হারল ১৩৭ রানের বিশাল ব্যবধানে। লিটন সর্বোচ্চ ৭৬ ও মুশফিকুর রহিম ৫১ রান করলেও ইংল্যান্ডের রানের পাহাড় টপকাতে যথেষ্ট হয়নি সেটি। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন রিচ টপলি। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচেও ৩ উইকেট নিয়েছিলেন এই বাঁহাতি পেসার।

লক্ষ্যটা যখন ওভারপ্রতি ৭.২০ রানের, তখন প্রতি ওভারে একটি করে বাউন্ডারি মারার চেষ্টা করতেই হবে। লিটন দাসও সে মানসিকতা নিয়েই ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন। ক্রিস ওকসের করা ইনিংসের প্রথম ওভারেই লিটনের ব্যাট থেকে আসে হ্যাটট্রিক বাউন্ডারি।

তবে বাংলাদেশ দলের টপ অর্ডারের ভঙ্গুর চেহারা সামনে চলে আসে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই। সহ অধিনায়ক মঈন আলীর জায়গায় দলে আসা টপলি দ্বিতীয় ওভারেই ফেরান ওপেনার তানজিদ হাসান ও নাজমুল হোসেনকে।

দুটি বলেই ছিল আউট সুইং। তানজিদ স্লিপে জনি বেয়ারস্টোর হাতে ক্যাচ দেন। পরের বলে স্কয়ার ড্রাইভ করতে গিয়ে লিয়াম লিভিংস্টোনের হাতে ধরা পড়েন নাজমুল। তানজিদ ১ রান করলেও নাজমুল কোনো রান না করেই বিদায় নেন। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে টপলির বলেই বোল্ড সাকিব আল হাসান। ভালো লেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠা বলটি বাটলারের গ্লাভসে যাওয়ার আগে স্টাম্পের বেল ছুঁয়ে যায়। ৯ বল খেলে ১ রানে থামে বাংলাদেশ অধিনায়কের ইনিংস।

৩ উইকেটে ২৬ রান থেকে বাংলাদেশ দ্রুতই চতুর্থ উইকেট হারিয়ে বসে। এবার বোলার ওকস। পাঁচে নামা মেহেদী হাসান মিরাজ অফ স্টাম্পের বাইরে কট বিহাইন্ড হন ১ বাউন্ডারিতে ৮ রান করে। ৪৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ। ৩৬৪ রান তখনই অসম্ভব লক্ষ্য মনে হচ্ছিল।

নিশ্চিত হারতে থাকা ম্যাচে ফিফটি করে ছন্দে ফেরার আভাস দিয়েছেন লিটন। প্রথম ওভারের দারুণ শুরুটা তিনি ধরে রেখেছেন ২১তম ওভার পর্যন্ত। মুশফিকুর রহিমের সঙ্গে গড়েন ৭৫ বলে ৭২ রানের জুটি। ওকসের বলে আউট হওয়ার আগে ৬৬ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলেছেন লিটন, ৭টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাঁর ১১৫ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে। ফিফটি করে আউট হয়ে যান মুশফিকও। ৩১তম ওভারে টপলির চতুর্থ শিকার হয়ে ফেরার আগে ৬৪ বলে ৫১ রান করেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। সাতে নামা তাওহিদ হৃদয়ের ৬১ বলে ৩৯ রান দলের হারটাকে শুধু প্রলম্বিতই করতে পেরেছে।

ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের সময় উল্টো চিত্রই দেখা গেছে। ওয়ানডে ম্যাচে বড় রান করার ফর্মুলা কেমন হওয়া উচিত, তা দেখিয়েছেন ইংলিশ টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা। জনি বেয়ারস্টো ও ডেভিড ম্যালানের উদ্বোধনী জুটিতেই ১১৫ রান পেয়ে যায় ইংল্যান্ড। বেয়ারস্টো সেরা ফর্মে না থাকলেও তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৫৯ বলে ৫২ রানের ইনিংস। দারুণ ছন্দে ছিলেন ম্যালান। ৯১ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন এই বাঁহাতি। ওয়ানডেতে এটি তাঁর ষষ্ঠ সেঞ্চুরি, এ বছরে চতুর্থ। শেখ মেহেদীর বলে স্লগ সুইপ খেলতে গিয়ে বোল্ড হওয়ার আগের ১৬ বলে আরও ৪০ রান যোগ করেন এই বাঁহাতি। ১০৭ বল খেলে ১৪০ রান করেন ম্যালান, ১৬টি চার ও ৬টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। তিনে নামা জো রুটও বড় ইনিংস খেলেছেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৬৮ বলে ৮১ রান, ৮টি চার ও ১টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। দুজনের ১৫১ রানের জুটি ভাঙার পর প্রত্যাশিত গতিতে এগোয়নি ইংলিশদের ইনিংস। শরীফুল ইসলাম ও শেখ মেহেদী হাসানের ডেথ ওভারের বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের ঝোড়ো গতি কমে আসে ভালোভাবেই।

ইংল্যান্ডের শেষ ৮ উইকেট পড়েছে মাত্র ৯৬ রানে। শেষ ১০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে তারা তুলতে পেরেছে ৬৬ রান। অথচ এর আগের ১০ ওভারেও তারা তুলেছিল ১১০ রান। ৩০৭৩ থেকে ৩৬২৯-ধসটা বোঝাতে এটুকু বলাই যথেষ্ট। তবে এরপরও বাংলাদেশের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৬৫ রান, যার অনেক আগেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস।

বাংলাদেশের হয়ে ৮ ওভারে ৭১ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নেন শেখ মেহেদী। শরীফুল ১০ ওভারে ৭৫ রানে নেন ৩ উইকেট। ডেথ ওভারে এই দুজনের বোলিং বাদ দিলে আজ বাংলাদেশ দলের বোলিংটাও ছিল নির্বিষ। এমন ব্যাটিং আর বোলিং করে আর যাই হোক ইংল্যান্ডের সামনে দাঁড়াতে পারার কথা নয় বাংলাদেশের।

নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে তালিকার শীর্ষে নিউজিল্যান্ড

কলকাতা ঃ প্রথম ম্যাচে তারা হারিয়েছিল শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে। দ্বিতীয় ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে হারালো নিউজিল্যান্ড। ক্রিকেট যে এগারো জনের খেলা, সেখানে ব্যক্তির থেকে যে দলের শক্তি বড়, তা আরেকবার বোঝালো নিউজিল্যান্ড। সোমবার তারা নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে পরপর দ্বিতীয় জয় তুলে নিল। এই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের দলগত শক্তির জোর দেখা গেল। প্রথম ব্যাট করে ৩২২ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন কনওয়ে। সোমবার করলেন ৩২। রাচিন রবীন্দ্র ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সফল হওয়ার পর তাকে নিয়ে প্রবল আলোচনা হচ্ছে। তিনি এদিনও অর্ধশতরান করেছেন। উইল ইয়ং করেন ৭০ রান। স্যান্টনার ১৭ বলে ৩৬ রান করেন। তিনি এই ইনিংস না খেললে নিউজিল্যান্ডের স্কোর তিনশ পার হতো কিনা সন্দেহ। এই স্যান্টনারই স্পিন দিয়ে নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটারদের বিপাকে ফেলেন। ১০ ওভারে পাঁচ উইকেট তুলে নেন তিনি। নেদারল্যান্ডসের ইনিংস শেষ হয় ২২৩ রানে। সবচেয়ে বেশি রান করেন অ্যাকারম্যান, ৬৯। দুই ম্যাচে দুইটি জয় নিয়ে এবং এক দশমিক ৯৫৮ রান রেট নিয়ে নিউজিল্যান্ড এখন তালিকায় সবার উপরে আছে।

হামাসের আক্রমণে মৃত ইসরায়েলের ফুটবল তারকা

গাজা ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করছিলেন ইসরায়েলের ফুটবল তারকা লিয়র আসুলিন। তখনই হামাসের আক্রমণে মারা যান তিনি। শনিবার গাজা স্ট্রিপের কাছে হামাস বাহিনী ঢুকে পড়ে গুলি চালাতে থাকে। তিনি তখন নেচার পার্টিতে ছিলেন। গুলি লেগে মারা যান আসুলিন। তার ক্লাব হ্যাপোয়েল তেল আভিভ জানিয়েছে, ''আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বহু ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ ছিলেন আসুলিন। কিন্তু হামাস সন্ত্রাসবাদীরা তাকে হত্যা করেছে।'' ইসরায়েলের সূত্র জানাচ্ছে, শনিবার রাতে এক হাজারের মতো হামাস সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কয়েকশ মানুষকে মেরেছে। অনেক মানুষকে তারা পণবন্দি করে নিয়ে গেছে। ২০০৪ সালে ইতিহাস তৈরি করেন আসুলিন। তার দল সাখনিন এফসি ইসরায়েলের একটি প্রধান প্রতিযোগিতা জেতে। ফাইনালে তিনি দুইটি গোল করেন। খেলা শেষের বাঁশি বাজার পর তিনি ইসরায়েলের পতাকা নিয়ে জয় পালন করেছিলেন। আর তার সহফুটবলাররা ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে বিজয়োৎসব করেছিলেন। এরপর আসুলিন ইউরোপের ক্লাবগুলি থেকে অফার পান। ফ্রান্সের দুইটি ক্লাব তাকে তাদের দলে খেলার জন্য প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি যাননি। তিনি ইসরায়েলে থেকে গেছিলেন এবং একের পর এক ক্লাব বদল করেছেন। ২০১৭ সালে তিনি অবসর নেন। কিন্তু ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মাদক পাচারের অভিযোগে তার কারাদণ্ড হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ছাড়া পান।

হিমাচলে রানের পাহাড়ে ইংল্যান্ড

ধরমশালাঃ বাংলাদেশের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ইনিংস থেমেছে ৩৬৪ রানে। টসে হেরে আগে ব্যাট করে ডাভিড মালানের সেঞ্চুরি (১৪০) এবং জো রুট (৮২) ও জনি বেয়ারস্টো (৫২) এর হাফসেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ৯ উইকেটে ৩৬৪ রান। ধরমশালার মাঠ থেকে দূরে হিমালয়ের গিরি শৃংগের দেখা মেলে। দূর থেকে দেখে মনে হয় অলংঘনীয়, যদিও হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃংগ হয়েছে মানুষের পদানত। এক বাঙ্গালী সার্ভেয়ার রাধানাথ শিকদার অংক কষে বের করেছিলেন, পিক ১৫ই হচ্ছে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ, তার নাম রাখা হয় ব্রিটিশ সার্ভেয়র জেনারেল জর্জ এভারেস্ট এর নামে। নেপথ্যে সেই মাউন্ট এভারেস্টকে রেখেই ধরমশালায় রানের হিমালয় গড়ল ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় ম্যাচেও টস জিতলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। আগের ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকেই টস জিতে নিলেন ফিল্ডিং। দুই দলই একাদশে এনেছে একটি করে পরিবর্তন। বাংলাদেশ দলে মাহমুদউল্লাহ'র বদলে শেখ মেহেদি হাসান আর ইংল্যান্ড মঈন আলীকে বসিয়ে খেলিয়েছে রিস টপলিকে। বাংলাদেশ তিন স্পিনার আর তিন স্পিনার, ইংল্যান্ডের চার পেসার। আহত সিংহ থাবা বসাবে, জানাই ছিল। বিশ্বকাপের শিরোপাজয়ী, সাদা বলে দুটো বৈশ্বিক ট্রফিই যাদের কাছে সেই ইংল্যান্ড হার দিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর পর ধরমশালায় দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে, সেটা আঁচ করতে জ্যোতিষী হতে হয় না। হয়েছেও তাই। আগে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মালান আর বেয়ারস্টো সেভাবেই ব্যাট করেছেন, যেভাবে ইংল্যান্ড ২০১৫ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কাছে হারের পর থেকে ব্যাট করছে।প্রথম পাওয়ার প্লেতে ৬১ রান, বিনা উইকেটে। ১৮ ওভার স্থায়ী উদ্বোধনী জুটিতে উঠেছে ১১৫ রান। আগের ম্যাচের মত এবারও ব্রেক থ্রু দিলেন সাকিবই। সোজা বলে টার্ন হবে মনে করে খেলতে গিয়ে বোল্ড বেয়ারস্টো। ওয়ানডাউনে এলেন জো রুট। স্পিনটা ভাল খেলেন, মাঝের ওভারগুলো তিনিই সামাল দিলেন। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে মালানকে নিয়ে গড়লেন ১৫১ রানের জুটি, স্রেফ ১১৭ বলে। মালানকে বোল্ড করে শেখ মেহেদি সেই জুটিটা যখন ভাংলেন, তখন মালানের কাজ সারা। ১০৭ বলে ১৪০ রানের ইনিংস খেলে গেছেন মালান, ১৬ বাউন্ডারি আর ৫ ছক্কায়। মালানের বিদায়ে উইকেট পতনের ধারাটা শুরু হয়, রানের গতিও কমে। ১০ বলে ২০ রান করে জস বাটলার বোল্ড শরিফুল ইসলামের বলে। এই বামহাতি পেসার পরপর দুই বলে বিদায় করেছেন রুট (৮২) এবং লিয়াম লিভিংস্টোন (০)কেও। উইকেটে জমতে পারেননি হ্যারি ব্রকও। তিনিও ২০ রান করে মেহেদির শিকার। বলা যায় শেষ ১০ ওভারে বেশ ভালভাবেই ম্যাচে ফেরেন বাংলাদেশের বোলাররা। উইকেট নিয়েছেন নিয়মিত বিরতিতে। তাতে ইংল্যান্ডের সংগ্রহটা বড় থেকে আর বিশাল হয়নি! যদিও টেলএন্ডারদের খুচরো ইনিংসগুলোর যোগফল কম নয়! স্যাম কারান আর আদিল রশিদের ১১ করে রান,ক্রিস ওকসের ১৪ আর মার্ক উডের ৬ সব মিলিয়ে ৫০ ওভার শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ৯ উইকেটে ৩৬৪ রান। নতুন বলে শুরু করেছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান আর তাসকিন আহমেদ। দুজনের কেউই ছিলেন না ছন্দে। রান দিয়েছেন বেশ। পুরানো বলে সফল হয়েছেন শরিফুল। শেষ করেছেন ১০ ওভারে ৭৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে। ৭১ রানে ৪ উইকেট মেহেদির। সাকিব শুরুতে আর শেষ ওভারে তাসকিন পেয়েছেন ১টি করে উইকেট।

মেন্ডিসের রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের ওপর লঙ্কানঝড়

হায়দরাবাদ ঃ শ্রীলঙ্কা ঃ ৫০ ওভারে ৩৪৪/৯

কী অদ্ভুত মিল! গত শনিবার বাংলাদেশ তাদের বিশ্বকাপ শুরু করেছে আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিয়ে। এর আগের দিন পাকিস্তান এবারের বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেয়েছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুই দলই আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছে এবং দুই দলের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে ঝড়। ধর্মশালায় বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ঝড় বইয়েছে ইংল্যান্ড। হায়দরাবাদে পাকিস্তান পড়েছে লঙ্কানঝড়ের মুখে!

পাকিস্তানের বোলারদের ওপর ঝড় বইয়ে দিয়েছেন মূলত শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান কুশল মেন্ডিস ও সাদিরা সামারাবিক্রমা। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেছেন মেন্ডিস, সেঞ্চুরি পেয়েছেন সামারাবিক্রমাও। জোড়া সেঞ্চুরিতে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে ৩৪৪ রান তুলেছে শ্রীলঙ্কা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাকিস্তান ব্যাটিং করতে নামেনি।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা শ্রীলঙ্কার শুরুটা অবশ্য ভালো ছিল না। হাসান আলী তাঁর প্রথম ওভারেই আঘাত হানেন। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে কোনো রান না করেই ফিরে যান লংকান ওপেনার কুশল পেরেরা। শ্রীলঙ্কার রান তখন মাত্র ৫। এরপর উইকেটে আসেন কুশল মেন্ডিস। উইকেটে আসার পর মুখোমুখি হওয়া প্রথম ৫ বলে কোনো রান পাননি মেন্ডিস। ষষ্ঠ বলে শাহিন আফ্রিদিকে চার মেরে রানের খাতা খোলেন। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাননি। আফ্রিদি, হাসান আলী বা হারিস রউফকাউকেই বিশেষ পাত্তা দেননি মেন্ডিস। হাসান আলীর বলে ইমামউল হকের অসাধারণ এক ক্যাচে আউট হওয়ার আগে করেছেন ১২২ রান। ৭৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১৪টি চার ও ৬টি ছয়।

আউট হওয়ার আগে দুটি শতরানের জুটি গড়েছেন মেন্ডিস। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে পাতুম নিশাঙ্কাকে নিয়ে ৯৫ বলে তুলেছেন ১০২ রান। এ জুটিতে তাঁর অবদান ৪০ বলে ৫০। তৃতীয় উইকেট জুটিতে সামারাবিক্রমাকে নিয়ে তুলেছেন ৬৯ বলে ১১১ রান। মেন্ডিস ছিলেন আরও আক্রমণাত্মক। এই জুটিতে তাঁর অবদান ৩৭ বলে ৭২ রান। মেন্ডিস অবশ্য আউট হতে পারতেন ব্যক্তিগত ১৮ রানেই। শাহিন আফ্রিদির করা ইনিংসের সপ্তম ওভারের পঞ্চম বলে তাঁর সহজ ক্যাচ ছেড়েছেন ইমামই। সেই সময় শ্রীলঙ্কার রান ছিল ১ উইকেটে ৩৫। 'জীবন' পেয়ে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন মেন্ডিস। আউট হওয়ার আগে সেঞ্চুরি করেছেন ৬৫ বলে, যেটা বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার দ্রুততম। এর আগে বিশ্বকাপে লঙ্কানদের দ্রুততম সেঞ্চুরিটি ছিল কুমার সাঙ্গাকারার। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে ওয়েলিংটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন ৭০ বলে।

শ্রীলঙ্কার আরেক সেঞ্চুরিয়ান সামারাবিক্রমা অবশ্য অতটা আক্রমণাত্মক ছিলেন না। সামারাবিক্রমা তাঁর ৮৯ বলে ১০৮ রানের ইনিংসটি সাজিয়েছেন ১১ চার ও ২ ছয়ে। তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন তিনি ৮২ বলে। এ ছাড়া ওপেনার পাতুম নিশাঙ্কা ৬১ বলে করেছেন ৫১ রান। পাকিস্তানের পক্ষে ৭১ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন হাসান আলী। হারিস রউফ ২টি ও একটি করে উইকেট নেন আফ্রিদি, মোহাম্মদ নেওয়াজ ও শাদাব খান।

গাজায় শিগগিরই 'ফুরিয়ে যাবে জ্বালানি, ওষুধ ও খাবার'

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ সরবরাহের অনুমতি না দিলে গাজা উপত্যকা নতুন মানবিক সংকটের দ্বারপ্রান্তে চলে যাবে।

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হামলার জবাবে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবরোধ আরোপ করার পর কর্তৃপক্ষ বলছে, পণ্য সরবরাহের অনুমতি না দিলে গাজা উপত্যকা নতুন মানবিক সংকটের দ্বারপ্রান্তে চলে যাবে। বাসিন্দারা বলছেন যে, শনিবার থেকে গাজা উপত্যকায় কোন ত্রাণ পৌঁছেনি, এবং সোমবার ইসরায়েল এই অঞ্চলে সম্পূর্ণ অবরোধ ঘোষণা করেছে - তারা বলেছে যে বিদ্যুৎ, খাদ্য, জ্বালানী এবং পানি সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে।

গাজায় প্রায় ২৩ লাখ মানুষ বসবাস করে, যাদের ৮০ শতাংশ সাহায্যের উপর নির্ভর করে।

ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় সেখানে ৫০০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছে।

ইসরায়েল, গাজার আকাশসীমা এবং এর উপকূল নিয়ন্ত্রণ করে, এবং কারা বা কী ধরণের পণ্য এর সীমানা অতিক্রম করতে পারবে তাও নিয়ন্ত্রণ করে।

মিশরও গাজার সীমান্ত দিয়ে মানুষ বা যেকোনো পণ্যের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

শনিবার সকালে হামলা শুরুর পর থেকে ইসরায়েল গাজায় খাদ্য ও ওষুধসহ সব ধরনের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকেই বর্তমানে বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট সেবা ছাড়াই আছেন এবং এরমধ্যে হয়তো প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানি সরবরাহও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে যে, ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গাজা উপত্যকার জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে। জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা ওসিএইচএ সতর্ক করে বলেছে যে, অবশিষ্ট জ্বালানি দিয়ে হাতে গোনা কয়েকদিন মাত্র চলা যাবে। এমনকি সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞার আগেও, গাজার বাসিন্দারা আগে থেকেই ব্যাপক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, চলাচলে বিধিনিষেধ এবং পানির সংকটে ভুগছিল।

সোমবার, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন যে তারা এই অঞ্চলে এখন সম্পূর্ণ অবরোধ আরোপ করবে।

না বিদ্যুৎ, না খাবার, না জল, না গ্যাস সব বন্ধ থাকবে, তিনি বলেন, আমরা পশুদের সাথে লড়াই করছি এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছি।

ইসরায়েলি অবকাঠামোমন্ত্রী পরে গাজায় জল সরবরাহ অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ অতীতে যা ছিল তা ভবিষ্যতে আর থাকবে না।

এই ঘোষণার আগে এক বিবৃতিতে, ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, ইসরায়েলের পদক্ষেপের কারণে হাসপাতালগুলো ওষুধ, চিকিৎসা সরবরাহ এবং জ্বালানির ঘাটতির মুখে পড়েছে।

তারা বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করা সেইসাথে ওষুধ, জ্বালানি এবং পাওয়ার জেনারেটরের মতো জরুরি সেবা সরবরাহ করার জন্য ইসরায়েলকে চাপ দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, শনিবার থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ব্যাপক প্রতিশোধমূলক বিমান হামলা শুরু করেছে, এতে অন্তত ৫১১ জন নিহত এবং ২৭৫০ জন আহত হয়েছেন।

রবিবার রাতে গাজা উপত্যকায় বড় ধরণের হামলা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরে এটাই সবচেয়ে বড় পরিসরের হামলা। সারা রাত ধরে গাজা উপত্যকা জুড়ে একের পর এক বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

ভোরের আলো ফোটার পরও হামলা অব্যাহত থাকে, কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যায়। বাতাসে ধসে পড়া ভবনের ধুলোর স্বাদও পাওয়া যাচ্ছিল।

শনিবার সকালে হামাস গাজার পূর্বে সীমান্তের যে এলাকা থেকে হামলা চালানো শুরু করেছিল, ইসরায়েল সেই অঞ্চল লক্ষ্য করে কয়েক দফা হামলা চালায়।

ইসরায়েল এলাকাগুলোয় নিরাপত্তা জোরদার করার চেষ্টা করছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গিয়েছে, ইসরায়েলের সীমান্ত এলাকায় আর্টিলারি ফায়ার ব্যবহার করছে।

ইসরায়েল জানিয়েছে যে, তারা গাজায় হামাসের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাচ্ছে, তবে ওই হামলায় বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজার দুটি শরণার্থী শিবির - আলশাতি (বিচ ক্যাম্প নামেও পরিচিত) এবং জাবালিয়া ক্যাম্পে - ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়েছে, এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

জাবালিয়া থেকে অনলাইনে শেয়ার হওয়া এক ভিডিওতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা হতে দেখা যায়, যার মধ্যে একজন ব্যক্তির লাশ নিয়ে যেতে দেখা যায় যা রক্ত ও ধুলোয় ঢেকে ছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, গাজায় জাতিসংঘের একটি স্কুলে বিমান হামলা চালানো হয়েছে যেখানে শিশু ও বৃদ্ধসহ শত শত বেসামরিক মানুষ অবস্থান করছিল।

জাতিসংঘ হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, স্কুলটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু এতে কেউ নিহত হয়নি।

একটি মসজিদের পাশাপাশি বাড়িঘরও হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতে, গাজার দক্ষিণে রাফাহ শহরে হামলায় একই পরিবারের ১৯ জন সদস্য নিহত হয়েছেন।

জাতিসংঘ সোমবার জানিয়েছে, গাজার এক লাখ ২৩ হাজার ৫৩৮ জন মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই ভয়, নিরাপত্তার আশঙ্কা এবং তাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন।।

জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা ওসিএইচএ আরও জানায়, বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্যে ৭৩ হাজার মানুষকে আশেপাশে স্কুলে আশ্রয় দেয়া হয়েছে।

গাজা এলাকা পুরোপুরি অবরুদ্ধ করার নির্দেশ ইসরায়েলের, পশ্চিম তীরের প্রবেশপথ বন্ধ

ইসরায়েল ঃ ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস বহু বছরের মধ্যে ইসরায়েলে সবচেয়ে বড় ধরনের হামলা করার পর পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে ইসরায়েল। বেশিরভাগ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী, যদিও খণ্ড খণ্ডভাবে এখনো হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই চলছে। গাজা এলাকা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করার পাশাপাশি পশ্চিম তীরের সব প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নজিরবিহীন হামলার দুই দিনেরও বেশি সময় পর ইসরায়েল বলেছে, গাজার সঙ্গে তাদের সীমান্ত এখনো পুরোপুরি নিরাপদ নয়

তবে তারা বলেছে, হামাস যে বেসামরিক মানুষদের ওপর হামলা চালিয়েছিল সেই কমিউনিটি এখন সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সামরিক বাহিনী স্বীকার করেছে যে কিছু ফিলিস্তিনি যোদ্ধা এখনও সক্রিয় আছে এবং তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে বড় ধরণের হামলার চেষ্টায় আছে।

দুই দিকেই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা

সহিংসতায় এ পর্যন্ত অন্তত ৭০০ ইসরায়েলি ও ৫০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলে নয়জন মার্কিন নাগরিক নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউজ, সেইসাথে ১০ জনেরও বেশি ব্রিটিশ নাগরিক নিহত বা নিখোঁজ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হাজার হাজার মানুষ হামাসের হাতে জিম্মি রয়েছে, বেশিরভাগই গাজায় বন্দি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হামাসের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে ইসরায়েলি বিমান হামলায় চার জিম্মি নিহত হয়েছেন - তবে বিবিসি এই তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।

গাজা অবরোধের নির্দেশ

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী মধ্যাহ্নভোজের সময় গাজায় বিমান হামলা জোরদার করেছে, এ পর্যন্ত হামাসের ৫০০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে তারা।

এরপর ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট গাজায় সম্পূর্ণ অবরোধের নির্দেশ দেন, যার মধ্যে খাদ্য, পানি ও বিদ্যুৎ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জাতিসংঘ বলেছে যে এক লাখ কুড়ি হাজারের বেশি গাজাবাসী তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, অনেকে স্কুলে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন। গাজা এবং ইসরায়েল সীমান্তে সংঘর্ষ নতুন কিছু নয়।

অধিকৃত পশ্চিম তীরে - যেখানে প্রায় ২৮ লাখ ফিলিস্তিনি বাস করে - ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সেখানে সব ধরণের চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

সেখানকার বাসিন্দারা বলছেন, লোহার গেট, সিমেন্টের ব্লক এবং মাটির ঢিবি দিয়ে শহরের সব প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কিছু জায়গায় নতুন সামরিক চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। জ্বালানি সরবরাহ ফুরিয়ে যাওয়ায় কিছু পেট্রোল স্টেশনে দিনভর দীর্ঘ লাইন ছিল।

এটি এমন এক দৃশ্য যা আমি দীর্ঘ কয়েক দশকে আগেও দেখেছি, বেইট সাহুর শহরের এক ট্যুর গাইড এ কথা বলেন, যিনি বর্তমানে কর্মহীন।

নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের জন্য ইসরায়েল সবসময় এমন সব নীতি গ্রহণ করে যার কারণে সব মানুষ শাস্তি পায়, অন্য বাসিন্দারা এমন অভিযোগ করেন।

রবিবার, হামাস শাসিত গাজা উপত্যকায় অবরোধের পর পশ্চিম তীরের দোকান এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ আন্দোলন হয়। গত রাতে রামাল্লার কালান্দিয়া চেকপয়েন্টে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে চার ফিলিস্তিনি নিহত হন।

হেবরনে, বুলডোজার দিয়ে ইসরায়েলি বাহিনীকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করার সময় একজন ব্যক্তি নিহত হন।

টুকরো খবর

খালেদা জিয়ার 'মৃত্যু ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি' বলছেন চিকিৎসকেরা

ঢাকা ঃ বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে খালেদা জিয়ার 'মৃত্যুঝুঁকি অত্যন্ত বেশি' এবং তার লিভার প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে অতিসত্ত্বর বিদেশে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলনে তাঁর মেডিকেল বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয় খালেদা জিয়ার লিভার প্রতিস্থাপন করার সুযোগ দেয়া হলে দীর্ঘ সময় সুস্থভাবে বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে। খালেদা জিয়ার প্রধান ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী সংবাদ সম্মেলনে জানান যে খালেদা জিয়ার মূল অসুস্থতা 'লিভার সিরোসিস জনিত পোর্টাল হাইপারটেনশন'। যতক্ষণ পর্যন্ত সিরোসিস জনিত পোর্টাল হাইপারটেনশনের চিকিৎসা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থার অবনতি হতে পারে। আর এই অসুস্থতার চিকিৎসা হচ্ছে ট্রান্সজুগুলার ইন্ট্রাহেপাটিক পোর্টোসিস্টেমিক শান্ট বা টিআইপিএস, এবং তারপর লিভার প্রতিস্থাপন, বলেন চিকিৎসক মি. সিদ্দিকী। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি ও লিভারের জটিলতাসহ নানা শারীরিক সমস্যায় খালেদা জিয়া ভুগছেন বলে জানান মি. সিদ্দিকী। বর্তমান অবস্থায় মেডিকেল বোর্ডের 'সমস্ত চিকিৎসার সুযোগ শেষ হয়ে আসছে' বলেও জানান ডাক্তার ফখরুদ্দিন সিদ্দিকি। বিদেশে উন্নত মাল্টিডিসিপ্লিনারি সেন্টারে তার টিআইপিএস পরবর্তী লিভার প্রতিস্থাপন করা গেলে এখনো হয়তো আমরা তার অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবো।

খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ও গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট একিউএম মহসিন জানান বাংলাদেশে একসময় সীমিত সংখ্যক লিভার প্রতিস্থাপন করা হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে লিভার প্রতিস্থাপন করার মত যথেষ্ট সুবিধা নেই। এরকম পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়ার মত জটিল শারীরিক পরিস্থিতির রোগীকে লিভার প্রতিস্থাপন করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়া টিআইপিএস চিকিৎসাও বাংলাদেশে করা সম্ভব নয় বলে জানান চিকিৎসক ফখরুদ্দিন সিদ্দিকি। হেপাটোলজিস্ট অধ্যাপক নুরউদ্দিন আহমেদ বলছিলেন লিভার সিরোসিসের সংক্রান্ত অনেকগুলো 'মারাত্মক জটিলতা' রয়েছে খালেদা জিয়ার। সংক্রমণের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে করতে সেগুলো আর কাজ করছে না বলে জানান তিনি। তার লিভার ঠিক করার জন্য এখন একমাত্র চিকিৎসা শুরুতে টিআইপিএস করা এবং তারপর লিভার প্রতিস্থাপন করা। আমাদের দেশে সেই সুযোগ নেই। এই চিকিৎসা সম্ভব কিনা তা বিদেশে বড়, উন্নত লিভার সেংটারে যাচাই করা সম্ভব। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা করার মত 'আর কোনো ব্যবস্থা নাই' বলে জানান হেপাটোলজিস্ট মি. আহমেদ। তিনি বলেন সঠিকভাবে চিকিৎসা করা হলে খালেদা জিয়ার আরো অনেক বছর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে।

বিএনপি নেতারা সবসময়ই বলে আসছিলেন যে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অবস্থা 'সংকটাপন্ন।' টানা দুই বছর কারাভোগের পর অসুস্থতার কারণে সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি পেয়ে ২০২০ সালের মার্চে বাসায় ফিরে গিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। এরপর থেকে এ পর্যন্ত আটবার তার মুক্তির সময়সীমা বাড়িয়েছে সরকার। অসুস্থতার কারণে এরপরের বছরখানেক সময়ের মধ্যে কয়েক দফায় খালেদা জিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। বর্তমান মেডিকেল বোর্ড ২০২১ সালের এপ্রিল মাস থেকে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। সেসময় বিএসএমএমইউ থেকে বাড়িতে ফেরার পর ২০২১ সালের এপ্রিলে তার লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি মেডিকেল বোর্ড জানতে পারে বলে জানাচ্ছিলেন মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য ও খালেদা জিয়ার প্রধান ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী। খালেদা জিয়ার ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, কিডনি রোগ, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসসহ অনেকগুলো জটিল রোগ থাকায় তার লিভার সিরোসিস জটিলতর হতে পারে বলে উদ্বেগ সবসময়ই ছিল। সেসময় মেডিকেল বোর্ড সংবাদ সম্মেলন করে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মাল্টিডিসিপ্লিনারি বিদেশি হাসপাতালে নেয়ার আহ্বান জানায়। এরপর ২০২১ সালের নভেম্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর খালেদা জিয়ার একাধিকবার খাদ্যনালিতে সংক্রমণ ও রক্তপাত হয়েছিল। এরপর ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে তার পেটে পানি আসার সমস্যা, অ্যাসাইটিস শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে তার এই সমস্যার সমাধান বাসায় রেখে করার চেষ্টা করলেও অগাস্টের শুরু থেকে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় অগাস্টের ৯ তারিখে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর জানা যায় যে তার পেটের জল জীবাণু দিয়ে সংক্রমিত হয়েছে। অগাস্টের শেষদিকে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় ইন্ট্রাভেনাস সেন্ট্রাল লাইনের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার রক্তে সংক্রমণ, সেপটিসেমিয়া তৈরি হয়। এর মধ্যে তার পেটে জল বাড়তে থাকে এবং পেট থেকে পানি ফুসফুসে প্রবেশ করে, যার ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বর মাসে দুইবার খালেদা জিয়াকে সিসিইউতে ভর্তি করার দরকার হয়। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে তার পেটের ভেতরে রক্তক্ষরণও হতে থাকে এবং তাকে রক্তও দেয়া প্রয়োজন হয় বলে জানানা তার মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা। যদি আমরা দুই বছর আগে তাকে উন্নত চিকিৎসা দিতে পারতাম, তাহলে আজকে তার পেটে রক্তক্ষরণ হত না বা পেটে জল জমতো না। বিএনপি নেতারা সবসময়ই বলে আসছিলেন যে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অবস্থা 'সংকটাপন্ন।' গত মাসের শেষদিকে সামাজিক মাধ্যমে এমন একটি প্রচারণা ছড়িয়ে পড়েছিল যে খালেদা জিয়াতকে 'বিদেশে নেয়া হচ্ছে'। তবে সেসময় দল ও পরিবারের সূত্রগুলো জানিয়েছিল যে তাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়ার অনুমতি দেয়ার কোনো ইঙ্গিত সরকারের দিক থেকে তাদের দেয়া হয়নি। সেসময় তার পরিবারের পক্ষ থেকে খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেয়ার জন্য আবেদন করা হয় সরকারের কাছে। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় সেই আবেদন বাতিল করে দেয়। তবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান ফৌজদারি কার্যধারার ৪০১ এর একটি উপধারা অনুযায়ী দুটি শর্তে তাকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার যে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো সে আদেশও তারা বাতিল করবেন না। ফলে সরকারের যে নির্বাহী আদেশে মিসেস জিয়া শর্তসাপেক্ষে বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন সেই আদেশ বাতিল না করলে তার আপাতত জেলেও ফেরত যাওয়ার সুযোগ নেই। বিএনপি আইন মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
11-10-2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের 'অস্বস্তি' যেখানে

ঢাকা ঃ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৩ এর ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলাদেশের দলে ফিরেছেন শেখ মাহেদী হাসান, এই ম্যাচের একাদশে সুযোগ হয়নি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের। ইংল্যান্ডের দলে ঢুকেছেন রিস টপ্লি। এই ম্যাচে দুটি দল দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এখনও পর্যন্ত। ম্যাচের আগে পিচ রিপোর্ট দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক শন পোলক ও ভারতের ক্রিকেটার ডিনেশ কার্তিক। শন পোলক ধরমশালার আউটফিল্ড নিয়ে আলাদা করে কথা বলেছেন। দিনেশ কার্তিক

বলেন, এই আউটফিল্ড নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে ডাইভ দেয়ার সময়, অথবা বোলিং রান আপে। উইকেটের রং হালকা বাদামি, মাটি কালো। গতকাল রাতে ধরমশালায় অনেক বৃষ্টি হয়েছে এবং এই সময় ধরমশালায় কিছুটা বৃষ্টি হয়ই। দিনেশ কার্তিক যোগ করেন, প্রায় সাত মিলিমিটার ঘাস ছিল, যা কেটে এখন তিন মিলিমিটারে নামিয়ে আনা হয়েছে।এই উইকেটে শুরুতে ব্যাট করা কঠিন হবে। দিন গড়ালে ধীরে ধীরে বল ভালোভাবে ব্যাটে আসতে পারে। ফাস্ট বোলাররা নিশ্চিতভাবেই সুবিধা পাবে এই উইকেটে।

গাজায় ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ করা হবে, আক্রমণ সবে শুরু হয়েছে ঃ নেতানিয়াহু

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ হামাসের হামলার জবাবে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর আক্রমণ 'কেবল শুরু হয়েছে' বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। অন্যদিকে হামাস হুমকি দিয়েছে যে বেসামরিক নাগরিকদের সতর্ক না করে যতবার বিমান হামলা চালানো হবে, ততবার একজন করে জিম্মি হত্যা করবে তারা।

ফিলিস্তিনে স্থানীয় সময় শনিবার ভোরে শুরু হওয়া এই হামলার জের ধরে এখন পর্যন্ত ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনে দুই পক্ষ মিলিয়ে দেড় হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে। ইসরায়েলে নিহতের সংখ্যা এখন পর্যন্ত অন্তত ৯০০ জন। আর ফিলিস্তিনে এখন পর্যন্ত মারা গেছে প্রায় ৭০০ মানুষ।

হামাসের সশস্ত্র অংশ আল কাসাম সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রামে এক বার্তার মাধ্যমে ইসরায়েলি জিম্মিদের হত্যার হুমকি দিয়েছে।

তারা জানিয়েছে ঃ পূর্ব সতর্কতা ছাড়া বেসামরিক আবাসস্থলে নতুন করে বোমা ফেলা হলে জিম্মি থাকা ইসরায়েলি নাগরিকদের হত্যা করা শুরু করা হবে।

আল কাসামের মুখপাত্র আবু ওবাইদা টেলেগ্রাম পোস্টে মন্তব্য করেছেন ঃ ইসরায়েলের বিমান হামলায় শিশু, নারী আর বয়স্করা ঘরের ভেতরে থাকা অবস্থায় মারা গেছে।

এখন থেকে খেলার নিয়ন্ত্রণ আর ইসরায়েলের হাতে নেই।

তবে সোমবার বিবিসি'র রেডিও ফোর'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে হামাসের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান বাসেম নাইম মন্তব্য করেছেন যে জিম্মিদের সাথে 'মানবিক ও সম্মানজনক ব্যবহার' করবে তারা।

জিম্মিদের সংখ্যা বলতে রাজি না হলেও তিনি জানান যে হামাস শীর্ষ নেতা মোহাম্মদ দেইফ 'বয়স্ক, বেসামরিক ও শিশুদের সম্মান করতে' ও 'যুদ্ধের সাথে জড়িত না থাকাদের হত্যা না করতে' নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসরায়েলের হুঁশিয়ারি

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সোমবার রাতে এক বক্তব্যে বলেছেন যে ঃ আমরা তাদের শক্তভাবে দমন করবো। আমরা মধ্যপ্রাচ্য বদলে দেবো।

ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে 'কঠিন ও ভয়াবহ' পাল্টা হামলা করবে বলে দক্ষিণ ইসরায়েলের

ক্ষতিগ্রস্থ একটি অঞ্চল পরিদর্শন করতে গিয়ে মন্তব্য করেন মি. নেতানিয়াহু।

তার বক্তব্যে তিনি বলেছেন, এটি কেবল শুরু হল। আমরা কঠোরভাবে তাদের দমন করবো।

ইসরায়েল এই সংঘাতের শুরু থেকেই দাবি করে আসছে যে গাজার হামাস ঘাঁটিতেই তারা আক্রমণ করছে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী মঙ্গলবার ভোরে এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছে যে শুধু সোমবারেই তারা হামাসের দুই হাজারের বেশি ঘাঁটিতে বিমান হামলা করেছে।

এটি এখন পর্যন্ত গাজায় 'হামাসের বিরুদ্ধে বৃহত্তম বিমান হামলা' বলে দাবি করছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী।

গাজায় মানবেতর পরিস্থিতি

ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষ গাজায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খাবার, পানি সহ সব ধরণের সেবা বন্ধে 'সম্পূর্ণ অবরোধ' দেয়ার পর বড় ধরণের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে গাজায় বসবাসরত সাধারণ মানুষ।

জাতিসংঘের শিশু তহবিল, ইউনিসেফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে সংঘাতের অঞ্চলে মানবিক পরিস্থিতির 'দ্রুত অবনতি' হচ্ছে। সসেব এলাকায় সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে থাকা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য নিরাপদে চলাচলের সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, আমি সব পক্ষকে বলতে চাই যে এই যুদ্ধে, অন্য সব যুদ্ধের মত, সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় শিশুদের।

গাজায় বিদ্যুৎ, খাবার ও জল সরবরাহ বন্ধের পদক্ষেপ নেয়ায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই পদক্ষেপ শিশুদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে, বিবৃতিতে মন্তব্য করেন ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক।

জাতিসংঘ রবিবার এক বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে যে চলমান সংঘাতে গাজার প্রায় এক লাখ ২৩ হাজার মানুষ ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তারা জানিয়েছে যে এর মধ্যে প্রায় ৭৪ হাজার মানুষ জাতিসংঘের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে রয়েছে।

ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ইসরায়েলের বিমান হামলায় গাজায় জাতিসংঘের একটি স্কুল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঐ স্কুল ভবনে শিশু ও বয়স্ক সহ শত শত নেসামরিক নাগরিক আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্কুল ভবনে হওয়া এই হামলাকে 'পাশবিক' বলে আখ্যা দিয়েছে।

বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে

বিবিসি'র কূটনৈতিক প্রতিবেদন পল অ্যাডামস আশঙ্কা করছেন যে গাজাকে ঘিরে ফিলিস্তিনের সাথে ইসরায়েলের পূর্ববর্তী 'যুদ্ধের' মত পরিস্থিতি হতে পারে এই যুদ্ধেও।

ইসরায়েল জানে যে তারা যদি গাজায় বড় ধরণের সেনা অভিযান চালায়, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর সহানুভূতি থাকায় তাদের বিরুদ্ধে খুব বেশি সমালোচনা হবে না।

ইসরায়েলের সাবেক একজন সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে পল অ্যাডামস জানাচ্ছেন যে ইসরায়েল গাজায় অভিযান শুরু করলে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে সেই অভিযান থামানোর আহ্বান আসতে 'অন্তত দুই সপ্তাহ' লাগবে। আর এরকম পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র বাদে অন্য কোনো পক্ষের হুঁশিয়ারি কোনো ভূমিকা পালন করবে না।

ইসরায়েল যদি হামাসের বিরুদ্ধে বড় ধরণের হামলা চালাতে চায়, তাহলে তাদের স্থলভাগে আক্রমণ বাড়াতে হবে। আর সেরকম পরিস্থিতিতে বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়বে।

অন্যদিকে হামাসের হাতে জিম্মি থাকা ইসরায়েলি নাগরিকদের তারা হত্যা করা শুরু করলেও পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে বলে সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলছেন পল অ্যাডামস।

অন্যদিকে, ইসরায়েলের উত্তর দিকে লেবানন থেকেও টানা দ্বিতীয় দিন ছোট আকারের হামলা হয়েছে ইসরায়েলের ভেতরে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলছে, লেবাননের ধায়রা শহর থেকে অন্তত ছয় জন সশস্ত্র যোদ্ধা ইসরায়েলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে তাদের কেউ কেউ মারা যায়।

এছাড়া লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ইসরায়েলের ভেতরে মর্টারের গোলাও ছোড়া হয়েছে। যদিও সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবোল্লাহ বলছে যে তারা এই হামলার সাথে জড়িত নয়।

তবে এর আগের দিন রবিবারেই ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তু উদ্দেশ্য করে বোমা ও রকেট ছুঁড়েছে হেজবোল্লাহ। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন প্রকাশেই ঐ হামলা করেছিল বলে জানিয়েছিল তারা।

মধ্যপ্রাচ্যের গণমাধ্যম সাম্প্রতিক এই সংঘাত যেভাবে তুলে ধরেছে তা বিশ্লেষণ করেছেন বিবিসি সংবাদদাতা ফ্লোরেন্স ডিক্সন।

সৌদি আরবভিত্তিক আশরাক আল আওসাত হামাসের এই হামলার সময়টিকে 'সন্দেহজনক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সৌদি আরব আর ইসরায়েলের মধ্যে একটি সমঝোতা প্রক্রিয়া গত কিছুদিন ধরে চলমান ছিল।

পত্রিকাটি বলছে ঃ ইরান ঐ অঞ্চলে সত্যিকারের শান্তি চায় না। বিশেষ করে সৌদি ইসরায়েল শান্তি চায় না, কারণ তা পুরো অঞ্চলের চেহারা পরিবর্তন করে দেবে।

অন্যদিকে কাতারভিত্তিক টেলিভিশন আল জাজিরা বলছে যে এই হামলা প্রমাণ করে যে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য 'যোগ্যতা, সামর্থ্য ও রসদ' রয়েছে হামাসের। আর ইসরায়েলের গণমাধ্যম আগে থেকে এই হামলার বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত না পাওয়ায় তাদের গোয়েন্দা সংস্থা আর সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির সমালোচনা করছে।

ইসরায়েলের গোয়েন্দারা কেন আগে থেকে হামলার কোনো ইঙ্গিত পায়নি?

ইসরায়েল ঃ আমাদের কোনো ধারণাই নেই এটা কীভাবে হল। ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের যখন আমি জিজ্ঞেস করি যে এত শক্তিশালী অবকাঠামো, প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকার পরও ইসরায়েলের গোয়েন্দ সংস্থা কেন আগে থেকে এই হামলা সম্পর্কে কিছুই কেন জানতে পারলো না ¯ তখন তাদের উত্তরটা এরকমই ছিল।

হামাসের শত শত সশস্ত্র সদস্য ইসরায়েল আর গাজা উপত্যকার মধ্যকার সুরক্ষিত সীমানা অঞ্চল পার করে ইসরায়েলের ভেতরে প্রবেশ করে। একই সময় হাজার হাজার রকেট ছোঁড়া হয় ইসরায়েলের ভেতরে।

ইসরায়েলের ঘরোয়া গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেত, গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ এবং ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী মিলে আগে থেকে এই হামলার কোনো ধারণাই পায়নি। এই বিষয়টিকেই অত্যাশ্চর্য মনে করা হচ্ছে।

এই সংস্থাগুলো যদি হামলার কোনো ইঙ্গিত পেয়েও থাকে, তাহলেও হয়তো তারা তার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থাকে বলা হয় মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বিস্তৃত গোয়েন্দা সংস্থা।

একইসাথে ঐ অঞ্চলের যে কোনো গোয়েন্দা সংস্থার তুলনায় ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার অর্থায়নও সবচেয়ে বেশি বলে মনে করা হয়।

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ভেতরেও তাদের গোয়েন্দা আছে। এছাড়া লেবানন, সিরিয়া সহ অন্যান্য অনেক দেশের সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যেও তাদের গোয়েন্দা রয়েছে।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতাদের গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে হত্যা করেছে ইসরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব নেতাদের কার্যক্রম আগে থেকে জেনে পদক্ষেপ নিতো ইসরায়েলি গোয়েন্দারা।

এসব হামলার কোনোটা ড্রোন আক্রমণের মাধ্যমে করা হয়েছে। এজেন্টরা লক্ষ্যবস্তুর গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকার রেখে যাওয়ার পর নিখুঁতভাবে ড্রোনের মাধ্যমে হামলা করে হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়েছে। আবার কখনো কখনো লক্ষ্যবস্তুর মোবাইল ফোন বিস্ফোরণের মাধ্যমেও এরকম হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়েছে।

পশ্চিম তীরে সংঘাত ছড়িয়ে পড়া আর দেশের উত্তরাঞ্চলের সীমানা দিয়ে সশস্ত্র হেজবুল্লাহ সৈন্যদের প্রবেশ করা ঠেকানো ইসরায়েলের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

গাজার সাথে ইসরায়েলের সীমানা চিহ্নিত করা বেষ্টনীতে ক্যামেরার পাশাপাশি মোশন সেন্সরও রয়েছে যার মাধ্যমে বেড়ার আশেপাশের কোনে প্রাণীর নড়াচড়া শনাক্ত করা যায়।

এছাড়া সীমান্তরক্ষীদের নিয়মিত টহল তো আছেই।

শনিবার হওয়া হামলার মত অভিযান আটকানোর জন্যই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে এই বেড়াগুলো।

তারপরও হামাস যোদ্ধারা যেভাবে বেড়া কেটে, সমুদ্রপথে বা প্যারাগ্লাইডারের সাহায্যে যেভাবে ইসরায়েলের সীমানার ভেতরে প্রবেশ করেছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

ইসরায়েলের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দাদের নাকের ডগায় থেকে হাজার হাজার রকেট জড়ো করা বা এমন সংগঠিত আক্রমণ করার জন্য নিশ্চিতভাবেই হামাস সদস্যরা ব্যাপক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই, ইসরায়েলের মিডিয়া তাদের দেশের সেনাবাহিনী আর রাজনৈতিক নেতাদের এই প্রশ্নই করছে ¯ কীভাবে এটা হওয়া সম্ভব হল? ইসরায়েলের কর্মকর্তারা আমাকে জানিয়েছেন যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের একটি তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এই হামলার পর সবার মধ্যে যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ¯ কীভাবে এটা সম্ভব হল ¯ তা হয়তো অনেক বছর ধরে মানুষের মধ্যে থাকবে।

কিন্তু এই মুহুর্তে ইসরায়েলের সামনে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। তাদের দক্ষিণের সীমান্তবর্তী এলাকায় ঢুকে পড়া হামাস সদস্যদের দমন করা আর সীমান্তবর্তী এলাকার ইসরায়েল অংশে হামাসের হাতে জিম্মি থাকা নাগরিকদের মুক্ত করা এখন ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষের মূল চিন্তার বিষয়।

তাদের যেসব নাগরিক জিম্মি রয়েছেন, তাদের মুক্ত করার জন্য তাদের হয় হামাসের সাথে আলোচনায় যেতে হবে অথবা সশস্ত্র উদ্ধার মিশনে নামতে হবে।

তবে ইসরায়েলের জন্য এর চেয়েও বড় চিন্তার বিষয় হামাসের সমর্থক গোষ্ঠীদের সামাল দেয়া।

হামাস এরই মধ্যে অস্ত্রের জন্য তাদের মিত্র ইরান আর লেবানন ভিত্তিক শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহর কাছে সহায়তা চেয়েছে।

এখন গাজা উপত্যকা ছাড়িয়ে পশ্চিম তীরে সংঘাত ছড়িয়ে পড়া আর দেশের উত্তরাঞ্চলের সীমানা দিয়ে সশস্ত্র হেজবুল্লাহ সৈন্যদের প্রবেশ করা ঠেকানো ইসরায়েলের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।